NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ দুর্বল চিত্রনাট্যের নাটক! অনুব্রতের অফিসে হামলা নিয়ে কটাক্ষ শমীকের

প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিসের বিরুদ্ধে তদন্তে নামল দুর্নীতি দমন কমিশন ৩

কলকাতা ২ অক্টোবর ২০২৬ ১৪ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.10.2026, Vol.20, Issue No. 113, 8 Pages, Price 3.00

ককপিটে হাসিখুশি স্মিত।

জখম স্মিত।

# স্মিত হাসি, সিংহ হৃদয়

## ‘সত্যিকারের নায়কে’র প্রশংসায় মাতলেন মোদী-ট্রাম্প-নেতানিয়াহু

**নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর:** মাঝ-আকাশে ককপিটের মধ্যে সহকর্মীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর। তার পরেও বিমানের রাশ ছাড়েননি তিনি। নিরাপদে বিমানটিকে অবতরণ করিয়েছেন। ‘ফ্লাইদুবাই’ সংস্থার বিমানের এই ঘটনায় ওই পাইলটের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় পাইলটের সাহসিকতায় মুগ্ধ অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানেরাও।

প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, ‘ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর একজন নায়ক। ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে গুরুতর ভাবে জখম হয়েও তিনি অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছেন। অন্যদের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হননি।’ মোদী জানান, স্মিতের সাহসিকতার জন্যই কয়েকশো মানুষ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। স্মিতের দ্রুত আরোগ্য কামনাও করেছেন মোদী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানিয়েছেন, স্মিতের জন্য গোটা দেশ গর্বিত।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভের দিকে যাওয়া ওই বিমানে ১৮০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইজরায়েলের নাগরিক। ‘ফ্লাইদুবাই’-এর বিমানে হওয়া এই ঘটনাটিকে বুধবারই সন্ত্রাসবাদী হানা বলে দাবি করেছিল ইজরায়েল। তার পর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে পাইলট স্মিতের সাহসিকতার প্রশংসা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও প্রায় একই ভাবে স্মিতের প্রশংসা করে তাঁকে ‘নায়ক’ বলে সম্বোধন করেন।

আক্রান্ত হয়েও স্মিত কী ভাবে বিমানযাত্রীদের জীবনরক্ষা করেছেন, সংক্ষিপ্ত আকারে তা তুলে ধরেন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘ছুরিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে জখম হওয়া সত্ত্বেও উনি লড়ে গিয়েছিলেন। হামলা আটকানোর চেষ্টা করেন, ককপিটের দরজা খুলে দেন। এর ফলে যাত্রী এবং বিমানকর্মীরা ভিতরে ঢুকে হামলাকারীকে আটকাতে পেরেছিলেন। মাঝ-আকাশে একটা বড় রকমের বিপর্যয় এই ভাবেই এড়ানো সম্ভব হয়েছে।’ বিমানে থাকা ১৮০ জনের জীবন বাঁচানোর কৃতিত্ব ভারতীয় পাইলটকে দিয়ে নেতানিয়াহু লেখেন, ‘অসাধারণ সাহসিকতার জন্য আমি স্মিত মচ্ছরকে অভিবাদন জানাচ্ছি। ওঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

এই ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও। বুধবার হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘পাইলট খুব খারাপ অবস্থায় ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি এখনও খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি বিচারবুদ্ধি হারাননি। তিনি একজন নায়ক।’ তবে যে সহ-পাইলট স্মিতকে কুপিয়েছেন বলে অভিযোগ, তিনি সন্ত্রাসবাদী কি না, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন ট্রাম্প।

ইতিমধ্যেই হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্মিত আপাতত সৌদির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সৌদির ভারতীয় দূতাবাসের তরফে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, তাবুক শহরেরই একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন স্মিত। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। এই বিষয়ে পরে সবিস্তার জানাবে ভারতীয় দূতাবাস। পরে জানা গিয়েছে, চিকিৎসার জন্য দুবাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফ্লাইদুবাইয়ের ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছরকে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলবে বলে সূত্রের খবর।

# বিজেপি জিতলে মডেল রেজিনগর

## জনজোয়ারে প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চৌত্রিশ বছরের বামেদের রাজত্ব, পনেরো বছরের তৃণমূল সরকারের আমলে রেজিনগরে উন্নয়নের আলো পড়েনি। না হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, না হয়েছে কলেজ। বিশাল জমির উপর শিল্পতালুক উদ্যোগপতিদের অভাবে খাঁ খাঁ করছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা তথৈবচ। রেজিনগরবাসীর না-পাওয়ার তালিকা যথেষ্ট লম্বা। উপনির্বাচন রেজিনগরের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার শক্তিপুরের প্রতাপ সংঘের মাঠে নির্বাচনী প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উন্নয়নের ডালি খুলে দিলেন।

বললেন, রেজিনগরের উন্নয়ন চাইলে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারকে বিধানসভায় পাঠাতে হবে। শুধু প্রতিশ্রুতি নয় শুভেন্দুবাবু বলেন, রেজিনগরে বিজেপি জিতলে নন্দীগ্রাম, ভবানীপুরের মতো এটাও আমার বিধানসভা হবে। রেজিনগরকে আমি মডেল বুথ বানাবো। রেজিনগরবাসীকে কথা দিয়ে গেলেন, ‘গণনার দিন সার্টিফিকেট শাখারভ নয়, আমি নেব।’ এদিন কার্যত জনজোয়ার নেমেছিল প্রতাপ সংঘের মাঠে। সভা শেষে কপালেশ্বরী শিবমন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী প্রণাম করে হেঁটেই মানুষের ঢলে মিশে গেলেন।

নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখতে বিরোধী দলের কাউকে ছেড়ে কথা বললেন না মুখ্যমন্ত্রী। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হুমায়ুন কবীর। বলেন, ‘আমরা রাজনীতি করি না, সংকীর্তণ করি না। সাগরদিঘি উপনির্বাচনে তৃণমূল হেরেছিল। মমতা

ব্যানার্জি ছয় মাস লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দিয়েছিল।

আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি করেছে। সাগরদিঘির এমএলএ-কে মেদিনীপুরে গিয়ে তোলাবাজ ভাইপোর পায়ের কাছে সারেন্ডার করতে হয়েছিল। এবার সিপিএম সবেধন নীলমনি, কংগ্রেসে দু’জন। কেউ একজন চাইলে সব শূন্য হয়ে যাবে। তৃণমূলের নাম নিশান সব মুছে দিয়েছি। পাঁচ মাস আগে নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী ৬৪,০০০ ভোট পেয়েছিলেন। আমরা জিততে পারিনি। তাই বলে এখানে নোংরা রাজনীতি আমরা করিনি। সব মেনে নিয়েছি। এবার এখানে ব্রিজটা চান কি না বলুন? চান তো? যদি চান, তাহলে শাখারভকে আমার কাছে পাঠাতে হবে। কলেজ চান কি না বলুন? তাহলে শাখারভকে জেতাতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ফলতায় উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিল, ভোট দিন, ফলতাকে মডেল অ্যাসেম্বলি করব। করে দেখিয়েছি। রেজিনগরেও দিন। রেজিনগরকে মডেল বিধানসভা করে দেব। নয় তারিখ সার্টিফিকেট আমি নিতে আসব। এদিনের জনসভায় রাজ্যের দুই মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ এবং গার্গী দাস ঘোষের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিন্হা। বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ করে

### হুমায়ুনকে অলআউট আক্রমণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গ রাজনীতিতে অমানবিকতার চরম নিদর্শন দেখিয়েছিলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। আর বিরোধিতা নয়, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মৃত্যুকামনা করে বসেন তিনি! এই প্রসঙ্গে এদিন রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে হুমায়ুন কবীরকে অলআউট বিঁধলেন শুভেন্দু। হুমায়ুন কবীরের ‘মৃত্যুকামনা’র কথা স্মরণ করিয়ে জনতার উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, ‘এই লোককে ভোট দেবেন!’ তাঁর কথায়, ‘রাজনীতির ময়দানে লড়াই হয় এবং হবেও, বাক্য বিনিময় হবে, তর্ক হবে, আলোচনা -সমালোচনা হবে, একজন জিতবে-অন্যজন হারবে। আর এখানে হুমায়ুন সাহেব বলছেন আমি প্রতি শুক্রবার প্রার্থনা করছি অজিত পাওয়ারের মতো মুখ্যমন্ত্রী তাড়াতাড়ি উপরওয়ালার কাছে চলে যান! শত্রু হলেও মুখে এই ভাষা আনি না।’**

# মিড ডে মিল বন্ধ হবে না

## বার্তা শিক্ষামন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পিএম পোষণ প্রকল্পে মিড ডে মিলের জন্য অর্থের কোনও অভাব নেই। রাজ্যের কোনও স্কুলেই টাকা না থাকার কারণে মধ্যাহ্নভোজন বন্ধ রাখা চলবে না। বৃহস্পতিবার স্পষ্ট ভাষায় এই বার্তা দিলেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

সম্প্রতি কয়েকটি স্কুলে অর্থাভাবে মিড ডে মিল বন্ধ থাকার অভিযোগ সামনে আসে। সেই প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী জানান, চলতি পর্যায়ে পিএম পোষণ প্রকল্পের জন্য রাজ্যের স্কুলগুলিকে এখনও পর্যন্ত মোট ৯৯৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি সংশ্লিষ্ট স্কুলের অ্যাকাউন্টে এই অর্থ পাঠানো হয়েছে এবং সব স্কুলেই টাকা পৌঁছে গিয়েছে বলে তাঁর দাবি। মন্ত্রী বলেন, কোনও স্কুলে টাকা না পৌঁছলে তা অর্থের অভাবের কারণে নয়, সংশ্লিষ্ট স্কুলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা কারিগরি সমস্যার জন্য হয়ে থাকতে পারে। এমন ক্ষেত্রে দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অর্থের অভাব দেখিয়ে কোনও অবস্থাতেই মিড ডে মিল বন্ধ রাখা যাবে না।

কারণ, প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব তহবিল রয়েছে। প্রয়োজনে সেই তহবিল ব্যবহার করে রান্না চালিয়ে যেতে হবে। পরে সরকারি অর্থ পেয়ে সেই খরচ সমন্বয় করা যাবে। দীপক বর্মনের কথায়, কোনও স্কুলে একদিনের জন্যও যদি মিড ডে মিল বন্ধ থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকে তার কারণ লিখিতভাবে জানাতে হবে। বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে দেখবে এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# শেষকৃত্য তদন্তেও সিবিআই

## আরজি কর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্ত প্রক্রিয়া এবং শেষকৃত্য সংক্রান্ত নতুন এফআইআর নিয়ে রাজ্য পুলিশকে চরম ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানিতে বিচারপতি শম্পা সরকারের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, যে মামলার মূল তদন্ত আদালতের নজরদারিতে সিবিআই এবং বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করছে, সেখানে রাজ্যের পুলিশের নতুন করে এক্তিয়ার জাহির করার কোনও সুযোগ নেই। পুলিশের হাত থেকে এই সংক্রান্ত সমস্ত তদন্তভার কেড়ে নিয়ে তা সিবিআই-এর হাতেই তুলে দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে আদালতের সঙ্গে চাতুরি করার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের ইঙ্গিতও দিয়েছেন বিচারপতি।

উল্লেখ্য, রাজ্যে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে খড়দহ থানার পুলিশ সম্প্রতি আরজি করের ঘটনা ও তরুণীর দেহ তড়িঘড়ি সৎকারের অভিযোগে একটি নতুন এফআইআর দায়ের করেছিল। সেই এফআইআরের ভিত্তিতে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় এবং সোমনাথ দে-কে গ্রেপ্তারও করা হয়। তবে পুলিশের এই আকস্মিক তৎপরতায় মারাত্মক ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট।

এদিন শুনানির শুরুতেই বিচারপতি সরকার প্রশ্ন তোলেন, ‘আদালতের নজরদারিতে সিবিআই তদন্ত চলছে। আমরা নতুন করে সিট গঠন করিয়েছি।

# বাংলায় ভোট লুঠের নেপথ্যে কমিশন, অভিযোগ চক্রান্তের

**নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর:** ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি ‘ভোট ডাকাতি’ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া হাইজ্যাক করার মারাত্মক অভিযোগ তুললেন মমতা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দিল্লিতে ‘ইন্ডি’ জোটের হাইভোল্টেজ বৈঠকের পরদিন সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তিনি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর স্পষ্ট কথা, যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব, তারাই যদি চক্রান্ত করে ভোট চুরির ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে, তবে দেশের নাগরিকরা কোথায় যাবে?

এদিন কালীঘাট তৃণমূল নেত্রীর প্রধান নিশানায় ছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং কমিশনের আইটি বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সীমা খান্না। জ্ঞানেশ কুমারকে ‘ভ্যানিশ কুমার’ বলে তীব্র কটাক্ষ করে মমতা দাবি করেন, এই দুই আধিকারিক মিলে দিল্লির দপ্তরে বসে ব্যাক-এন্ড সফটওয়্যার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ভোটার তালিকার সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয়করণ করেছেন। এর মাধ্যমে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বেছে বেছে কোটি কোটি বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে এক ঝটকায় বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার শিকার মূলত পশ্চিমবঙ্গ। এই বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারবার চিঠি দেওয়া হলেও কমিশন কোনো সদুত্তর দেওয়ার সাহস দেখায়নি। বৃহস্পতিবার আলিপুরের একটি সরকারি ভবনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা টেনে এনে একটি চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘আলিপুরের বহুতলের নয়তলায় যেখানে ৪ হাজার ইভিএম ও গণনা যন্ত্র মজুত করা ছিল, ঠিক সেখানেই রহস্যজনকভাবে আগুন লাগল কীভাবে? মাঝের তলাগুলো অক্ষত রেখে শুধু ইভিএম রাখার জায়গাতেই আগুন লাগা কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে না। এটি আসলে বিজেপিকে জোর করে জেতানোর পর সমস্ত তথ্য-প্রমাণ চিরতরে মুছে ফেলার একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অভিযোগ করেন, গত মার্চের নির্বাচনের অনেক আগে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই বাংলায় এক প্রকার পরোক্ষ রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

## পাস-দুর্নীতিতে বিস্ফোরক ইডি

# মমতার অ্যাকাউন্টে ৩০ লক্ষের লেনদেন, ইন্দ্রনীলের ঘনিষ্ঠদের ৮৫ কোটির টেন্ডার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দুর্গাপুজোর ‘প্রিভিউ শো’ ঘিরে আর্থিক অনিয়মের তদন্তে একাধিক বিস্ফোরক দাবি সামনে আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের ঘনিষ্ঠদের মালিকানাধীন সংস্থাগুলি তাঁর মন্ত্রিত্বকালে পর্যটন ও সংস্কৃতি দপ্তরের ৮৫ কোটিরও বেশি টাকার সরকারি টেন্ডার পেয়েছিল। পাশাপাশি, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে যুক্ত ‘অক্টেভ রেকর্ডস’-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছিল বলেও দাবি করেছে ইডি। ইন্দ্রনীলের বক্তব্য, ওই অর্থ গানের রয়্যালটি বাবদ দেওয়া হয়েছিল। ইডির দাবি, ‘মাসআর্ট’ সোসাইটির মাধ্যমে ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে কলকাতার দুর্গাপুজোর ‘প্রিভিউ শো’-এর জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে ১,৭৪৯ থেকে ৫,৪৯৯ টাকা মূল্যের টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। অথচ সেই বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছিল না বলেই তদন্তকারীদের অভিযোগ। ইডির দাবি, সংগৃহীত অর্থের একাংশ নগদে তুলে নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন খরচের নামে সরিয়ে ব্যক্তিগত লাভে ব্যবহার করা হয়।

এই তদন্তের সূত্র ধরেই সরকারি টেন্ডার বণ্টিতেও অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ইন্দ্রনীল সেন মন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ঘনিষ্ঠ ধ্রুবজ্যোতি বসু ও দীপেশ রায়ের মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে ৮৫ কোটিরও বেশি টাকার টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল। পরে ওই সংস্থাগুলি থেকে ইন্দ্রনীলের আত্মীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থ স্থানান্তরের তথ্যও মিলেছে বলে দাবি ইডির। এছাড়া, অক্টেভ রেকর্ডসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ জমার তথ্য তদন্তে উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে ইডি।

# অ্যাকাউন্ট মামলায় সুপ্রিম ধাক্কা কালীঘাটের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় শীর্ষ আদালতেও চরম ধাক্কা খেল মমতা তৃণমূল। রাজ্য পুলিশের ফ্রিজ করা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চারটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল ভবন। কিন্তু বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল শীর্ষ আদালত। ফলে আপাতত পুলিশের বন্ধ করা ওই চারটি অ্যাকাউন্টের টাকা ছোঁয়াও সম্ভব হচ্ছে না দলের পক্ষে।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম সুন্দরেশের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। শুনানির শুরু থেকেই তৃণমূলের আইনজীবী সওয়াল করেন, সামনেই রাজ্যে উপনির্বাচন রয়েছে। পাশাপাশি দলের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সাংগঠনিক চালনা বাবদ প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ হয়। তাই ওই অ্যাকাউন্টগুলি অন্তত দলীয় কাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেওয়ার অনুমতি দিক আদালত। তৃণমূলের তরফে আরও দাবি করা হয়, সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত একটি এফআইআরের সূত্র ধরে বেআইনিভাবে এই চার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে পুলিশ। যদিও ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে কোনও ধরণের আর্থিক তছরুপ বা অনিয়মের কোনও অকাট্য প্রমাণ মেলেনি। প্রয়োজনে আগের মতো স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করে কড়া নজরদারিতে টাকা তোলার অনুমতি দেওয়া হোক।

তবে তৃণমূল শিবিরের সেই সমস্ত যুক্তি খারিজ করে দেন বিচারপতি এম সুন্দরেশ।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## CHANGE OF NAME

I, **Dibyendu Roy**, S/o - Shankar Roy, resident at Niranjanbar, P.O.- Rakhajungle, P.S.- Kharagpur(L), Dist.-Paschim Medinipur, hence by declare vide affidavit no.-10740, dt.-13.08.26 before the court of 1st class judicial Magistrate, Paschim Medinipur that due to inadvertence in my minor son's Birth certificate No. 245 dated-31.03.2009 **Somendu Dibendu Roy**. My son's original name **Somendu Roy** S/o- Dibyendu Roy as per recorded in his Aadhaar card (2238 7574 4996) and Pan card (FLSPR4973R). **Somendu Roy** and **Somendu Dibendu Roy** is one & same identical person i.e. my minor son.

## NAME CHANGE

আমি Bhajahari Raj পিতা Lt Santosh Raj ঠিকানা সাং সিঙ্গারপুর, পোঃ সাইতল, থানা ডেবরা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। গত ১২.১২.২৪ তারিখে মেদিনীপুর কোর্টে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২১৫৯১ নং এফিডেভিট কর্তৃক আমি Bhajahari Raj পিতা Santosh Raj, Bhaja Hari Raj পিতা Santosh Kumar Raj, Bhaja Hari Raj পিতা Santodh Kumar Raj এবং Mritunjoy Raj পিতা Santosh Raj একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইলাম।

## NAME CHANGE

I MD ZAHID PARWEJ S/O MD QUASIM RESIDING AT VILL PANDAVESWAR DVC MORE P.O- PANDAVESWAR DIST-PASCHIM BARDHAMAN W.B SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ZAHID PARWEZ AS DECLARED BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE, DURGAPUR COURT, PASCHIM BARDHAMAN VIDE AFFIDAVIT NO 27 DATED 21-08-2026. MD ZAHID PARWEJ AND MD ZAHID PARWEZ BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

## নাম-পদবী

আমি MIRAN MANDAL S/O MAJED ALI MANDAL গ্রাম- খেজুরডাঙ্গা ,পোস্ট- রামনাথপুর, থানা-দেগঙ্গা আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে MD MIRAN MANDAL ও আমার জন্ম তারিখ ২৬/৬/১৯৯৮ আছে এবং আমার সব সরকারি নথিপত্রে ২০/০৯/ ১৯৯৯ আছে গত ২৮/০৯ /২০২৬ তারিখে আমি বারাসাত কোর্টে সিরিয়াল নাম্বার ২৪ ০৭৬ জুডিশিয়াল এফিডেভিট করেছি। মিরান মন্ডল এবং MD MIRAN MANDAL একই ব্যক্তি আমার সঠিক D.O.B 20/09/1999 বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Asit Kumar (old name), S/o. Lt. Bhabataran Saha, R/o. Bhola Road, Ashok Pally, P.O. Khalisani, Chandernagore, P.S. Bhadreswar, Hooghly-712138, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Asit Kumar to Asit Kumar Saha (New Name) and henceforth I shall be known as Asit Kumar Saha in all purpose, vide an affidavit no. 05 sworn before Notary Public, Hooghly, Chandernagore Court on 29/09/2026. I, Asit Kumar Saha & Asit Kumar S/o. Lt. Bhabataran Saha, all are the same & one identical person.

গত 01/10/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 07 নং এফিডেভিট বলে আমি Hasan Mallik S/o. Late Jaynal Mallik (old name), R/o. Bahira, Digra, Balagarh, Hooghly-712512, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Hasan Mallik S/o. Late Jaynal Mallik নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Hasan Mallick S/o. Late Jaynal Mallick (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Hasan Mallick S/o. Late Jaynal Mallick & Hasan Mallik S/o. Late Jaynal Mallik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16914 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Firoj Rahaman S/o. Sk Lutfor Rahaman ও Firojuddin Sk S/o. L R Sk সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/11/2016, নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 129 নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Bandopadhyay ও Sandip Banerjee S/o. Salil Kumar Bandopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Suparna Malik, W/o. Late Sudesh Malik, D/o. Joydeb Bag, R/o. Khurigachi, Malikpara, Senet, Dadpur, Hooghly, have changed my Name from Suparna Bag to Suparna Malik vide Affidavit No. 23609, dated 30.09.2026, sworn before the Ld. Judicial Magistrate, (1st Class), Hooghly at Chinsurah. Henceforth, I shall be known as Suparna Malik (after marriage name) instead of Suparna Bag (maiden name) and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Suparna Malik and Suparna Bag, W/o. Late Sudesh Malik, D/o. Joydeb Bag is the same and one identical person.

গত 14/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 21997 নং এফিডেভিড বলে আমি, Chhidam Baske S/o. Dhanku Baske, সাকিম জামগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. 2823, dated 03.02.2014) পুত্রের পিতার সঠিক নাম Chhidam Baske-এর পরিবর্তে Sridam Baskey, পুত্রের মাতার সঠিক নাম Jhuma Baske-এর পরিবর্তে Jhuma Baskey, পুত্রের সঠিক নাম Rajesh Baske-এর পরিবর্তে Rajesh Baskey লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমি Chhidam Baske ও Sridam Baskey, আমার স্ত্রী Jhuma Baske ও Jhuma Baskey, আমার পুত্র Rajesh Baske ও Rajesh Baskey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন),আদালত ,নবদ্বীপ,নদীয়া
উইল প্রোবেট কেস নং ০২/২০২৪

**দরখাস্তকারী :- দামোদর মুখার্জী,** পিতা - শ্রী অরুন মুখার্জী, সাং - মণিপুর ঘাট রোড, পোষ্ট ও থানা - নবদ্বীপ , জেলা - নদীয়া

বনাম

**সাইটি: ঝর্ণা দেবনাথ দিং**

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উপরোক্ত নং উইল প্রোবেটের কেস করিয়াছেন এবং সাইটিরা যথা **ক) ঝর্ণা দেবনাথ** ,স্বামী-মনোরঞ্জন দেবনাথ **খ) মমতা বিশ্বাস**, স্বামী-মৃত সন্তোষ বিশ্বাস, উভয়ের সাং- গ্রাম কাঁঠালিয়া পোঃ নন্দনপুর থানা-করিমপুর, জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১৬৫। এরা সর্বশেষ উপরোক্ত স্থায়ী ঠিকানায় বসবাস করিতেন। বর্তমানে সাইটিরা কোথায় থাকেন তাহাদের ঠিকানা দরখাস্তকারী জানেন না।

উক্ত সাইটিদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন , অন্যথায় আইন মোতাবেক আদেশ হইবে। আদেশানুসারে – **রাজ নারায়ন ব্যানার্জ্জী**
সেরেস্তাদার, সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)
আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া, ২৩/৯/২০২৬

---

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে ১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, পিতা- রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাং- বালিগঞ্জ থানা গড়িয়াহাট, কলি ১৯ এবং ২.শ্রীমতী শম্পা ঘোষ, স্বামী বিমান ঘোষ, সাং- কৃষ্ণনগর, নদিয়া বিগত ইং ০৬/০৮/২০১৩ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৭৫৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ১. শ্রী প্রবীর চক্রবর্ত্তী, পিতা- তারাপদ চক্রবর্ত্তী, সাং- ভেড়িপাড়া, শান্তিপুর এবং ২. শ্রী সৌমেন শীল, পিতা- পরিতষ শীল সাং বাইগাছি বিশ্বাসপাড়া, শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতা যুক্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারদ্বয় দ্বারা বিগত ইংরেজি ০১.০৪.২০১৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৯৯১ দলিল মুলে ভালুকা নিবাসী মাখন লাল অধিকারী মহাশয়ের পুত্র শ্রী চিন্ময় অধিকারী ৬৮ নং ভালুকা মৌজা ২৫৫৯ নং ১৬.৫০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তৎপর আমার মক্কেল শ্রী প্রবীর কুমার দত্ত, পিতা- শ্রী কৃষ্ণকুমার দত্ত, সাং- ভালুকা মধ্যম পাড়া, পো: ভালুকা, জেলা- নদীয়া, বিগত ইং ০৮.০৮.২২ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৫৯৫ নং কোবলা দলিল মুলে উক্ত শ্রী চিন্ময় অধিকারীর নিকট হইতে জেলা- নদীয়া, মৌজা ৬৮ নং ভালুকা এল. আর. ৩৪২১ নং খতিয়ান হইতে আর. এস. ও এল. আর. ২৫৫৯ নং দাগে ০২ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারোর কোনরকম আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গৌরীবালা মহাপাত্র স্বামী- ভূতনাথ মহাপাত্র, সাং- আমলাতোড়িয়া, পোঃ- বলরামপুর, থানা- খড়গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর -এর পক্ষে A.D.S.R. খড়গপুর অফিসের ২৪.০১.২০২২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত I-885 নং আমমোক্তারনামা মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার অর্পিতা ভট্টাচার্য্য, স্বামী- অলোক কুমার ভট্টাচার্য্য A.D.S.R. খড়গপুর অফিসের I-6405/ 2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত মৌজা- মীর;পুর, জে.এল নং- ২৪০, খতিয়ান নং- ১২০, দাগ নং- ৪৭৬ এর ৩.০৩ ডেঃ সম্পত্তি মিতা কর, স্বামী- শশীকান্ত কর কে বিক্রয় করিয়াছেন এবং ক্রেতা নিজ নামিত রেকর্ড করিবার দরখাস্ত করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. Kharagpur-I অফিসে তাহা জানাইবেন, নচেৎ কাহারও কোনোরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

**Arun Santra**
**(Advocate)**
**Judge's Court, Paschim Medinipur**
**Enrolment No.- F-3519/3149/2022**

---

আমরা শ্রী অমিতাভ ঘোষ এবং শ্রী ফাল্গুনী ঘোষ, পিতা- শ্রী নকুলেশ্বর ঘোষ, আমাদের মাতা- শ্রীমতী শেফালী ঘোষ, স্বামী- শ্রী নকুলেশ্বর ঘোষ ৫৯৮৭ দলিল বলে ০২/০২/২০১২ তারিখে বিক্রেতা-অনিল কুমার ঘোষ, সুনীল কুমার ঘোষ, নির্মল কুমার ঘোষ, অমিয়া ঘোষ, পারুল বালা ঘোষ, ছবি ঘোষ, দীপালি ঘোষ, বেবী নাড়ু নিকট হইতে শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ এবং অনিল কুমার ঘোষ IV-২৩ আমমোক্তার নামা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পর ক্রেতা শেফালী ঘোষ চন্দননগর সিট নং-১৩ মৌজার অন্তর্গত হাল দাগ ৩৬২-এর হাল খতিয়ান ৮, ১৭, ১৪০, ১৮১, ২১৩, ২৩১, ২৮৬, ৪৪৬ হইতে ২২১ সহস্রাংস জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সিঙ্গুর এ্যাট খলিসানি (মানকুন্ডু) B.L. and L.R.O. অফিসে সত্বর যোগাযোগ করুন।

---

আমি শ্রীমতী রিয়া হালদার, স্বামী-শ্রী রঞ্জিত হালদার ইংরাজী ২৮.০১.২০২০ তারিখে বুক IV-২৭/ ২০২০ নং. আমমোক্তার নামা দলিল বলে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বেজড়া মৌজায় এল.আর. ৬৪০ নং দাগে ও হাল ১২১ নং খতিয়ানে মোট ০.২৫ শতকের মধ্যে ১৩.৮৬ শতক সম্পত্তির মধ্য হইতে ১ কাঠা ৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৮.০৮.২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৫৬১ নং. বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে গোপাল পাল, পিতা-ভনি পাল ওরফে ভনিত পাল বেজড়া উত্তর, পোঃ মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, ৭১২১৩৯ পক্ষে আমমোক্তার শ্রীমত্যা গৌরী মিত্র, স্বামী- শুকদেব মিত্র বেজড়া, পোঃ মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৩৯ নিকট হইতে ক্রয় করি এবং খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করি যাহার কেস নং. ৪৬০২/ ২৬। উক্ত আমমোক্তার নামা বা উক্ত দাগে মিউটেশনের বিষয়ে বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ১ মাসের মধ্যে খলিসানী বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। ইতি
রিয়া হালদার (ক্রেতা)

---

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-আলতারা, জে.এল. নং. ০৮, হাল খতিয়ান নং. ১২, ৫৭২, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, হাল দাগ নং-১) ২১৭ নং দাগে ০.০৮ একর, ২) ২১৯ নং দাগে ০.৪২ একর, ৩) ২১৮ নং দাগে ০.০৩ একর সম্পত্তি ১) সমীর চক্রবর্ত্তী, ২) গৌতম চক্রবর্ত্তী, ৩) পার্থ চক্রবর্ত্তী, ৪) উৎপল চক্রবর্ত্তী, ৫) ইরানী মুখার্জী, ৬) লাবন্য ব্যানার্জী, ৭) সঞ্জয় ঘোষ, ৮) প্রনতী নিয়োগী, ৯) পাপিয়া পাল, ১০) সুমিতা মিত্র, ১১) শেখর ঘোষ, ১২) সৈকত ঘোষ, ১৩) সৌরভ ঘোষ, ১৪) সমীর ঘোষ-এর পক্ষে ২৭.০৬.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস. আর. চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯৩৮/২০২৪ নং আমমোক্তার নামা মূলে সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা- বিনোদ মন্ডল-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরর্তীতে আমার মক্কেলগন উক্ত আমমোক্তার নামা মূলে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করলে উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগগুলিতে কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খালিসানী বিএলআরও অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিস্পত্তি করা হইবে।
শ্রী গৌতম মাইতি
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট, জেলা হুগলী

---

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-ব্যাজড়া, জে.এল. নং. ০৪, হাল খতিয়ান নং. ১৬৩, ১০০৯, ১১৪৮, ১৩৫৬, ১৩৫৭, ১৩৫৮, ১৩৫৯, ১৩৬০, ১৩৬১, ১৩৬২, ১৩৬৩, ১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৫৩৬, ১৫৩৭, হাল দাগ নং-১) ৪৪৫ নং দাগে ০.২০ একর, ২) ৪৩৫ নং দাগে ০.০৫ একর, ৩) ৪৪৫/১২৮৪ নং দাগে ০.১৪ একর, ৪) ৪৩৪ নং দাগে ০.০৪ একর সম্পত্তি ১) তরুন কুমার ঘোষ, ২) অরুন কুমার ঘোষ, ৩) বানী সাহা, ৪) রিন্টু ঘোষ, ৫) পুতুল ঘোষ, ৬) সঞ্জীব ঘোষ, ৭) সুব্রত ঘোষ, ৮) সুনীল কুমার ঘোষ, ৯) শম্পা ঘোষ, ১০) পার্থ ঘোষ, ১১) সুব্রত কুমার ঘোষ, ১২) অনিমা দাস, ১৩) নিলীমা চ্যাটার্জ্জী, ১৪) প্রতীমা ঘোষ, ১৫) নিখিল ঘোষ, ১৬) সুরজিৎ ঘোষ, ১৭) কাকলী ঘোষ, ১৮) রঞ্জুশ্রী মন্ডল, ১৯) সৈকত ঘোষ, ২০) আল্পনা ঘোষ, ২১) রুপম ঘোষ, ২২) রুমা পাল-এর পক্ষে ০৬.০৩.২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৩৪/ ২০২৬ নং আমমোক্তার নামা মূলে এ্যাঞ্জেল এন্টারপ্রাইস এ্যান্ড কোং-এর পক্ষে পার্টনার দ্বয়কে আমমোক্তার ১) তপতী দাস, স্বামী-রাজকুমার দাস, ২) রাজকুমার দাস, পিতা- সৌরেন্দ্রনাথ দাস আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে আমার মক্কেলগন উক্ত আমমোক্তার মূলে আমমোক্তার গ্রহীতাদের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করলে উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগগুলিতে কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খালিসানী বিএলআরও অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিস্পত্তি করা হইবে।
শ্রী গৌতম মাইতি
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট, জেলা হুগলী

## বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম কৃষ্ণনগরের মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
প্রবেট কেস নং ১৮/২০২৪

**দরখাস্তকারী- প্রমোদ রঞ্জন গাইন**

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, রাধাপদ গাইন, পিতা- স্বর্গীয় রামকান্ত গাইন সাং আসাননগর, রামকৃষ্ণ পল্লী, পোঃ ও থানা ভীমপুর, জেলা নদীয়া। গত ইংরাজি ০৪.০৪.২০২২ তারিখে নদীয়া জেলার কোতোয়ালি থানার (হাল ভীমপুর) ১২৬ নং আসাননগর মৌজার সাবেক ৫৭৬ এল.আর. ২২৭০/১ নং খতিয়ানে আর.এস. ৪১৭০ নং এল.আর. ৫৬১৬ নং দাগের শ্রেনী বাড়ী, ০৩.২০ শতক সম্পত্তি বাবদ একখানি উইল সম্পাদন করেন। দরখাস্তকারী উক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিঞ্জপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আপনি মাননীয় আদালতে উপস্থিত থাকিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় একতরফা আদেশ হইবে।

আদেশানুসারে
চৈতালী আগরওয়াল
সেরেস্তেদার, ১৯-০৮-২০২৬

---

আমি, শ্রী বিদ্যুৎ সরকার পিতা- মৃত গুরুপদ সরকার, সাং- নেউলিয়া, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া পক্ষে চাকদহ এ.ডি.এস.আর. অফিসে বিগত ইংরেজি 02/01/2025 তারিখের বুক ফোর ১ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলিল অনুবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী বলাই অধিকারী, পিতা- মৃত অনিল অধিকারী, সাং- নেউলিয়া, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, জেলা- নদীয়া পক্ষে বিগত ইংরেজি 07/09/2026 তারিখে I-3793/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমমোক্তার শ্রী নিশিথ বিশ্বাস, পিতা- মৃত নিরঞ্জন বিশ্বাস সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া। তপশীল জগন্নাথপুর মৌজা ১৬২ নং, খতিয়ান এল. আর নং ৭৪, আর. এস. ও এল. আর. নং ৫৪৬, মোট জমির পরিমাণ ১১.৮১৪ শতক তার মধ্যে ০২.৮৯ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

## NOTICE

Notice for all concern, My client Mortaja Sk S/o Late Samad Ali Sk of Bishnupur, Pin-743503, South 24 Pgs, purchased shali land at Mouza-Bishnupur, J.L-30, under L.R Dag No 1696, L.R Khatian No 1655, Area 11.10 Decimal and L.R Khatian No 1656, Area 1.85 Decimal, L.R Dag No 1697, L.R Khatian No 3136, Area 5.79 Decimal, L.R Khatian No 1656, Area 1.15 Decimal and L.R Khatian No 1664, Area 6.06 Decimal, L.R Dag No 1698, L.R Khatian No 3136, Area 0.51 Decimal and L.R Khatian No 1656, Area 0.40 Decimal, L.R Dag No 1641, Khatian No 3143, Area 9.46 Decimal, Total 36.32 Decimal, under ADSR & P.S-Bishnupur, South 24 Pgs, from Abs Land Developments And Construction Pvt Ltd represented by it Director Sri Tapan Ghosh by Bengali Sale Deed vide deed no I-54510 of 2026, registered at ADSR-Bishnupur and executed through power of attorney holder Palash Naskar and Anup Purkait, power of attorney registered at ADSR Bishnupur, vide no I-00046 of 2010.

Now my client have applied for mutation of the said land vide case no MN/2026/1604/4344 before BL & LRO, Bishnupur-I and in case any person having any objection right, claim, title over the said property shall lodge the claim to the BL & LRO, Bishnupur-I, in writing with supporting documents within 7 days from the date of publication of this notice, failing which no claim shall be entertained and be treated as the property is free from all encumbrances.

## PUBLIC NOTICE

This is to inform to all that my clients Anadya Technologies Pvt. Ltd., Shubham Enterprises Pvt. Ltd., Oliver Real Estate Pvt. Ltd., Pears Enclaves Pvt. Ltd., Winsher Promoters Private Ltd., Smt. Sunita Singh, Smt. Sikha Singh, Ruchika Traders Pvt. Ltd. and Midcity Enclave Pvt. Ltd., all co-owners of plot of land measuring about 174.66 decimals, comprised in R.S. Dag No. 470 (area 88 decimals), R. S. Dag No. 471 (area 12 decimals), R.S. Dag No. 479 (area 6.66 decimals) and in R.S. Dag No. 469 (area 68 decimals) under R. S. Khatian No. 1664, 1665, 1666, 363 and 448 under Mouza: Barhans Fartabad, J.L. No. 47, ADSR and Police Station: Sonarpur, under Rajpur Sonarpur Municipality Ward No. 28, District-South 24 Parganas equivalent to 106 cottahs approximately, under a Development Agreement dated 15.11.2019 had appointed M/s. MAKP Developers Private Limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at 116/1/1, Mahatma Gandhi Road, P.O. & P.S. Jorasanko, Kolkata-700007, West Bengal as a developer to develop the land. My clients also granted a Power of Attorney in favour of Mrs. Ruchika Poddar wife of Mr. Mudit Poddar and Mr. Mudit Poddar son of Manoj Kumar Poddar Directors of M/s. MAKP Developers Private Limited. For breach of contract my clients terminated the Development Agreement and revoked the Power of Attorney both dated 15.11.2019 executed in the name of M/s. MAKP Developers Private Limited and its Directors respectively. Any person dealing with the developer, their men and agents and also with Mrs. Ruchika Poddar or Mr. Mudit Poddar in respect of the aforesaid plot of land on the strength of the aforesaid development agreement and Power of Attorney shall do so at their own risk and peril as the Development Agreement has been cancelled and the Power of the constituted Attorneys revoked. My clients shall not be liable to any consequences that may be arisen from such transaction/deal. Any act relating to aforesaid plots shall henceforth, be treated as cancelled and/or void and my clients shall have no responsibility and/or liability.

Date : 01.10.2026 Sd/-
**Subhrajit Chakraborty**
Advocate
High Court Calcutta

## দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **1)Sri Dhirendra Nath Das** & **Smt. Anath Das** as a Vendor and **Sri Shyamacharan Bandhyapadhyay** as a Purchaser, নামীয় বিগত ইংরাজীর 11.08.1967 তারিখে A.D.S.R., Chandannagar, Hooghly অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-2202/1967** নং বিক্রয় কোবালা দলিলটি এবং **2)Sri Shyama Charan Banerjee** as a Vendor and **Umashankar Bhattacharjee** as a Purchaser, নামীয় বিগত ইংরাজীর 03.05.1991 তারিখে A.D.S.R., Chandannagar, Hooghly অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0929/1991 নং বিক্রয় কোবালা দলিলটি, মোট দুইটি দলিল বিগত ইং ২৬/০৯/২০২৬ তারিখে হারিয়ে গেছে যাহা এখনো অমিল। এই মর্মে আমার মক্কেল **Manas Deb** S/o. Lt. Amarendranath Deb, R/o. Chakraborty Para, P.O. & P.S. Chandernagore, Dist.-Hooghly, Pin 712136, W.B., মহাশয় স্থানীয় **চন্দননগর থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহার **জি.ডি.ই নং 1754 তারিখ 30/09/2026** এবং বিগত ইং ২৮/০৯/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে উক্ত বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হারানো দলিল দুইটি আমার মক্কেলের বর্তমান সম্পত্তির মাদার/চেন দলিল হইতেছে, যে সম্পত্তিটি আমার মক্কেল বর্তমান মালিক হইতেছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিল দুইটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিল দুইটি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত দলিল দুইটি দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

**Ashis Kumar Chakraborty**
**Advocate**
Judges' Court Hooghly
**9903289649**

---

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেলগন জেলা- হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-আলতাড়া, জে.এল. নং. ০৮, হাল খতিয়ান নং. ১০৫৫, ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮, হাল দাগ নং-১) ১৩৩ নং দাগে ০.২৩ একর, ২) ১৩৪ নং দাগে ০.০৬ একর, ৩) ১৩৫ নং দাগে ০.১০ একর, ৪) ১৪৪ নং দাগে ০.৩৫ একর , ৫) ৬৯ নং দাগে ০.০২ একর, ৬) ৩২ নং দাগে ০.০৪ একর, ৭) ৩৩ নং দাগে ০.০৩ একর, ৮) ৩৪ নং দাগে ০.০৬ একর, ৯) ৩৫ নং দাগে ০.০১ একর, ১০) ৬৯ নং দাগে ০.০৫ একর, ১১) ৭৪ নং দাগে ০.০৫ একর, ১২) ৯৩ নং দাগে ০.০২ একর, ১৩) ১০০ নং দাগে ০.০১ একর, ১৪) ১০৪ নং দাগে ০.০১ একর, ১৫) ১৩৩ নং দাগে ০.২২ একর, ১৬) ১৩৪ নং দাগে ০.০৬ একর, ১৭) ১৩৫ নং দাগে ০.১০ একর, ১৮) ১৪১ নং দাগে ০.০৮ একর, ১৯) ১৪৪ নং দাগে ০.০৩ একর, ২০) ১৫০ নং দাগে ০.০৩ একর, ২১) ১৫৫ নং দাগে ০.১০ একর, ২২) ১৭৭ নং দাগে ০.০১ একর, ২৩) ১৮৫ নং দাগে ০.০৩ একর, ২৪) ১৮৬ নং দাগে ০.০১১ একর, ২৫) ১৮৮ নং দাগে ০.০৫ একর, ২৬) ১৯১ নং দাগে ০.০২ একর, ২৭) ১৯৩ নং দাগে ০.০৫ একর, ২৮) ১৯৪ নং দাগে ০.০৩ একর, ২৯) ২৩৪ নং দাগে ০.১০ একর, ৩০) ৪৬০ নং দাগে ০.০২ একর, ৩১) ১২৫১ নং দাগে ০.৩২ একর, ৩২) ২৬ নং দাগে ০.০১ একর, ৩৩) ২৯ নং দাগে ০.০৩ একর, ৩৪) ১৩৩ নং দাগে ০.০৬ একর, ৩৫) ১৩৪ নং দাগে ০.০২ একর, ৩৬) ১৩৫ নং দাগে ০.০৩ একর, ৩৭) ১৪৪ নং দাগে ০.০১ একর, ৩৮) ৬৯ নং দাগে ০.০৫ একর, ৩৯) ১৩৩ নং দাগে ০.১২ একর, ৪০) ১৩৪ নং ০.০৩ একর, ৪১) ১৩৫ নং দাগে ০.০৫ একর, ৪২) ১৪৪ নং দাগে ০.০১ একর, ৪৩) ৬৯ নং দাগে ০.০০৫ একর, ৪৪) ১৩৩ নং দাগে ০.০৭ একর, ৪৫) ১৩৪ নং দাগে ০.০২ একর, ৪৬) ১৩৫ নং দাগে ০.০৪ একর, ৪৭) ১৪৪ নং দাগে ০.০১ একর, ৪৮) ৬৯ নং দাগে ১.৫ একর সম্পত্তি ১) সুবীর কুমার নিয়োগী, ২) জয়দেব নিয়োগী, ৩) জয়া কুমার, ৪) শিখা পাল উভয়ের পিতা- শশীভূষন নিয়োগী-এর পক্ষে ০৮.০২.২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬/ ২০২২ নং আমমোক্তার নামা মূলে ১) সন্তোষ কুমার রায়, পিতা- রাজনাথ রায়, ২) সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা- বিনোদ মন্ডল-কে ১) অলকা নিয়োগী, ২) দিপালীকা নিয়োগী, ৩) সিদ্ধার্থ নিয়োগী, ৪) সুপর্না বিশ্বাস-এর পক্ষে ২০.০৪.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. - চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২১১/২০২৩ নং আমমোক্তার নামা মূলে ১) সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা- বিনোদ মন্ডল, ২) সন্তোষ কুমার রায়, পিতা-রাজনাথ রায়-কে ১) সত্যেন্দ্রনাথ নিয়োগী-এর পক্ষে সন্তোষ কুমার মন্ডল, ২) সন্তোষ কুমার রায়-কে ০৮.০২.২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-হুগলী-।। অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০২/ ২০২২ নং আমমোক্তার নামা মূলে ১) অঞ্জলী সিকদার, ২) ডলি নিয়োগী, ৩) দেবব্রত নিয়োগী-এর পক্ষে ৩০.১১. ২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.- হুগলী-।। অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৬/২০২১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ১) সন্তোষ কুমার রায়, পিতা-রাজনাথ রায়, ২) সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা-বিনোদ মন্ডল-কে ১) জ্যোৎস্না নিয়োগী, ২) কল্পাবতী নিয়োগ এর পক্ষে ২১.১২.২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. -চন্দননগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৫৩/ ২০২১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ১) সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা-বিনোদ মন্ডল, ২) সতোষ কুমার রায়, পিতা-রাজনাথ রায়-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরর্তীতে আমার মক্কেলগন উক্ত আমমোক্তার নামা মূলে আমমোক্তার গ্রহীতার নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেলগন নিজ নিজ দলিল মূলে উক্ত সম্পত্তি মিউটেশনের জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগগুলিতে কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে খালিসানী বিএলআরও অফিসে লিখিত অভিযোগ জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক আবেদনগুলি নিস্পত্তি করা হইবে।
শ্রী গৌতম মাইতি
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট, জেলা হুগলী

## বিজ্ঞপ্তি

মোকাম কৃষ্ণনগর, জেলা জজ আদালত, নদীয়া।
**T.A. 12/2006**
অ্যাপীলান্ট- শ্যামলী প্রামাণিক
-বনাম-
রেসপনডেন্ট- আরতী দত্ত দীং

...বরাবর,

২ (B) শ্রীমতী রেনুকা দত্ত (কুন্ডু), স্বামী- শ্রী কিরিটি কুন্ডু, ২ (C) শ্রীমতী মৌসুমী দত্ত (দে), স্বামী- বিপ্লব দে উভয়ের ঠিকানা- স্টেশন পাড়া, বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৬ মহাশয়, আপনারা অত্র মোকর্দ্দমায় ২ (B). ২(C) নং রেসপনডেন্ট হইতেছেন। আপনারা আদালত হইতে প্রেরিতে সমন এড়াইয়া চলায় মাননীয় আদালত আপনাদেরকে 'আগামী ০৮.১০.২০২৬ তাং-এ আদালতে হাজির হইয়া মোকর্দ্দমার জবাব দানের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত তাং-এ আদালতে হাজির হইবেন। জবাব দাখিল করিবেন। অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তার
রাম সোরেন
জজ আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১৫-০৫-২৬

## বিজ্ঞপ্তি

// ইন দি লার্নেড এ্যাডিশনাল কোর্ট অফ সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন চন্দননগর //
টাইটেল স্যুট নং - ২৩০ / ২০২৬

**১) সুকুমার পাল,** পিতা ৺পঞ্চানন পাল, **২) স্বপন দাস**, পিতা ৺কালীপদ দাস **৩) তরুন পাল,** পিতা ৺পঞ্চানন পাল, সকলের সাকিম - গোবিন্দপুর কুমোরপাড়া, পোঃ- দিয়ারা, থানা - সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, পিন নং - ৭১২২২৩. ..... বাদী

বাদীগণ স্বয়ং এবং হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর, কুমোরপাড়া বাসী গনের পক্ষে প্রতিনিধি । .... বাদী

**(বনাম)**

**১) শ্রীমতী শিপ্রা কোলে,** স্বামী ৺অমল কোলে, **২) শ্রী সৌভিক কোলে,** পিতা ৺অমল কোলে, উভয়ের সাং - গোবিন্দপুর, কুমোরপাড়া, পোঃ - দিয়ারা থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২২২৩. ......বিবাদী

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে - উপরোক্ত ১নং বাদী **সুকুমার পাল**, ২নং বাদী **স্বপন দাস** এবং ৩নং বাদী **তরুন পাল** তাহারা স্বয়ং এবং হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত দিয়ারা, পোঃ অফিসের অন্দরে গোবিন্দপুর, কুমোরপাড়া নিবাসীগনের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। এক্ষনে সকল কে অবগত করা যাইতেছে যে - যে সকল ব্যক্তি নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে অত্র মোকর্দ্দমার বিষয় বস্তুতে আগ্রহী এবং উৎসাহী তাহারা স্বয়ং অথবা যথাযথ ভাবে নির্দেশিত কোন উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের - ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাজির হইতে পারিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমার বিষয় বস্ত তাহাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানীর জন্য গৃহীত হইবে ।

// তপশীল (এ) // : জেলা - হুগলী, থানা - সিঙ্গুর, মৌজা - গোবিন্দপুর, জে, এল, নং - ৯৪, দাগ নং - ১১১ / ১৭৩০

// তপশীল (বি) //: জেলা - হুগলী, থানা - সিঙ্গুর, মৌজা - গোবিন্দপুর, জে, এল, নং - ৯৪, দাগ নং - ১১১ / ১৭৩০.

// তপশীল (সি) //: জেলা - হুগলী, থানা - সিঙ্গুর, মৌজা - গোবিন্দপুর, জে, এল, নং - ৯৪, দাগ নং - ১১১ / ১৭৩০, প্রকৃতি – সাবমার্সেবল পাম্প, পরিমান - ০৯ নয় স্কোয়ারফুট ।

**তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট**
আদালতের আদেশানুসারে
**সৌমিত্র দাস সমাদ্দার, সেরেস্তাদার** ।
সিভিল জজ(জু: ডি:)
এ্যাডিশনাল কোর্ট, চন্দননগর, হুগলী।

## NOTICE

**DISTRICT - HOOGHLY**
**IN THE COURT OF LD. DISTRICT JUDGE, HOOGHLY AT CHINSURAH.**
**MISC CASE NO. - 10/2026**

**PETITIONER :- Smt. Rimpa Pal,** aged about 27 years, wife of Late Dipankar Pal, of village Heregori, P.O- Khajurdaha, P.S- Gurap, District- Hooghly, Pin - 712149.

**AND**

**MINOR DAUGHTER: Minor Swarupa Pal,** daugher of Late Dipankar Pal and Smt. Rimpa Pal, date of birth 24/10/2021, resident of village Heregori, P.O-Khajurdaha, P.S - Gurap,- District Hooghly, Pin - 712149.

That it is hereby informed to all persons that the aforesaid petitioner filed a petition before the Ld. District Judge Court at Chinsurah, Hooghly being no. Misc Case 10/2026 for seeking permission for transfer the property described in the schedule below of her minor daughter namely Swarupa Pal.

That if any person has any objection against the transfer, he/she may file an objection against the aforesaid petition pending before the Ld. Court by himself/herself or by his/her nominated Advocate being appear before the Ld. Court within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the above noted pending case shall be heard exparte.

**SCHEDULE PROPERTY**

That a piece and parcel of Bagan land measuring about 0.015 acre out of total 0.45 acre in 16 Anas share included in L.R plot no. 561 under Khatian no. 649 of Mouza Majinan J.L no. 162 under P.S Gurap in the District of Hooghly.

**Siddhartha Hazra**
**Advocate**

**Avijit Banerjee**
**Chief Administrative Officer**
**District Judges' Court Hooghly**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
**ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
**সেখ আজাহার উদ্দিন,** বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,**
**সর্বাণী চ্যাটার্জি,** ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,**
**প্রসেনজিৎ সামন্ত,** ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
**মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,**
**নিরঞ্জন পাল,** ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

**রাজ টেলিকম,**
**অমিতাভ বিশ্বাস,** ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,**
**শ্রীধর অঙ্গন,** বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

**অবসর,**
**ডি. বালা,** চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

**সবিতা কমিউনিকেশন,**
**প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার,** ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
**সুরজিৎ মাইতি,** পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# ডেঙ্গু রুখতে হাই-রিস্ক জেলাগুলিতে কড়া নজর, ১২ হটস্পট চিহ্নিত রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বর্ষার বিদায় লগ্নে ডেঙ্গি সংক্রমণ বাড়তে শুরু করায় রাজ্যজুড়ে নজরদারি আরও জোরদার করল নবান্ন। সাম্প্রতিক সময়ে যেখানে সংক্রমণ বেশি ধরা পড়েছে, সেই ১২টি ডেঙ্গি হটস্পট চিহ্নিত করে সেখানে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে স্কুলশিক্ষা দপ্তর রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ডেঙ্গু সচেতনতা কর্মসূচি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের (ডিআই) তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচার ও সচেতনতা কর্মসূচির জন্য ইতিমধ্যেই ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, চলতি বছরে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭,৩২০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে গত দু'সপ্তাহেই ধরা পড়েছে প্রায় ২,৬০০টি নতুন সংক্রমণ। আক্রান্তের সংখ্যায় শীর্ষে কলকাতা পুর এলাকা। বিশেষ করে ২, ৫, ১৬, ৭৭ এবং ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডে সংক্রমণ তুলনামূলক বেশি।

কলকাতার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পশ্চিম বর্ধমানের একাধিক এলাকাও প্রশাসনের নজরে রয়েছে। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে ১০৩, নবদায় ৫১ এবং লালগোলায় ৩২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। নদিয়ার তেহট্ট-১ ব্লকে আক্রান্ত ৭৪ জন। হাওড়া পুর এলাকায় ৪৪ জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে, যার মধ্যে ১৫, ২১ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ড বিশেষ নজরদারিতে। হুগলির পোলবা ব্লকে ৩৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় ১ ও ২ ব্লকে মিলিয়ে ৬৮ জন এবং আসানসোল পুর এলাকায় ৩২ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি পর্যালোচনায় সোমবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের নেতৃত্বে বৈঠক হয়। সেখানে স্বাস্থ্য, পুর, পুলিশ-সহ ১৬টি দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদক্ষেপ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং সচেতনতা কর্মসূচি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# আসানসোলে শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কাটল জট

## স্পঞ্জ আয়রন ও রোলিং মিল শ্রমিকদের ১৯ শতাংশ পর্যন্ত পুজো বোনাস ঘোষণা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বৃহস্পতিবার রাজ্যের ভারী ও মাঝারি ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের পুজো বোনাস ও এক্স-গ্রাশিয়া নিয়ে চলা দীর্ঘ টানাপোড়েনের অবসান ঘটল। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বৃহস্পতিবার আসানসোলের যৌথ শ্রম কমিশনারের কার্যালয়ে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই অচলাবস্থা কাটানো সম্ভব হয় বলেই শ্রম দপ্তর সূত্রে জানান হয়েছে। দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর অবশেষে সর্বসম্মতভাবে এই বিষয়ে একাধিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ফলে রাজ্যের প্রায় ১.৫ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি উপকৃত হতে চলেছেন। বৃহস্পতিবার এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যৌথ শ্রম কমিশনার ও শ্রম দপ্তরের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং মালিকপক্ষ সংগঠনের শীর্ষ প্রতিনিধিরা অংশ নেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে শ্রমিকদের

উত্তোলিত প্রকৃত মজুরির ওপর প্রচলিত নিয়ম মেনেই বোনাস হিসাব করা হবে। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের শ্রেণি বা ক্যাটাগরি অনুযায়ী বোনাসের হার নির্ধারিত হয়েছে ১৪ শতাংশ থেকে ১৯ শতাংশ পর্যন্ত। এর পাশাপাশি, উৎসবের মরসুমে বাড়তি আর্থিক সুবিধা হিসেবে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ ১,১০০ টাকা পর্যন্ত এক্স-গ্রাশিয়া (অনুদান) দেওয়ার সিদ্ধান্তও অনুমোদন দেওয়া হয়। শ্রম দপ্তর সূত্রের খবর, রাজ্যের স্পঞ্জ আয়রন, ফেরো-অ্যালয়, ইন্ডাকশন ফার্নেস এবং রোলিং মিল শিল্পের শ্রমিকরা এই চুক্তির ফলে উৎসবের আগেই বোনাস হাতে পেয়ে যাবেন। একদিকে ১.৫ লক্ষ শ্রমিকের উৎসবের মুখে বড় প্রাপ্তি, অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলে উৎপাদন ও শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই চুক্তি অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

# ফলতায় ৬৩ একর জমিতে জাহাজশিল্প, কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

## কর্মসংস্থানের আশায় বুক বাঁধছেন এলাকাবাসী

**দেবাশিস দে**

**ফলতা:** নির্বাচনী প্রচারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফলতাকে একটি 'মডেল বিধানসভা' হিসেবে গড়ে তোলার যে আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন, সেই লক্ষ্যেই এবার ফলতায় শিল্পায়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৬৩ একর জমি তুলে দেওয়া হল টিটাগড় নেভাল সিস্টেম শিল্প সংস্থার হাতে। প্রসঙ্গত, এই সংস্থা বর্তমানে রেলের ওয়াগান তৈরিতে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রত্যক্ষ পদক্ষেপে দীর্ঘদিন ধরে শিল্পের অপেক্ষায় থাকা ফলতায় নতুন করে অর্থনৈতিক আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বৃহৎ এই জাহাজ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরিবহণ, নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিষেবা এবং নানা সহায়ক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে বিপুল কাজের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

ফলতার বর্তমান বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেন, ফলতায় জাহাজ নির্মাণের মতো বৃহৎ শিল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এক আমূল পরিবর্তন আসবে। দীর্ঘদিন ধরে শিল্পের অপেক্ষায় থাকা এই এলাকায় এমন একটি প্রকল্প স্থানীয় যুবক-যুবতীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দেবে। এর ফলে বিভিন্ন সহযোগী শিল্প ও স্থানীয় ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটবে, যা গোটা অঞ্চলের অর্থনৈতিক গতিবিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ফলতার সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই এখন মূল লক্ষ্য।

অন্যদিকে, ফলতার ২০২১-এর বিজেপি প্রার্থী বিধান পারুই বলেন, ফলতায় শিল্পপ্রসার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করে শিল্পের পথ প্রশস্ত করেছেন। তবে জাহাজ নির্মাণের মতো বড় প্রকল্পের সুফল যাতে সরাসরি স্থানীয় মানুষের ঘরে পৌঁছয়, সেটাই সবচেয়ে জরুরি। তিনি আরও যোগ করেন, শুধুমাত্র কারখানা গড়ে তোলাই নয়, স্থানীয়দের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজের ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা

প্রয়োজন। এলাকার ছেলে-মেয়েরা ঘরের কাছে কাজ পেলে তবেই এই উদ্যোগের প্রকৃত সাফল্য মিলবে।

এলাকার এক গ্রামবাসী আশার সুর মিলিয়ে বলেন, কাজের খোঁজে আমাদের এলাকার ছেলে-মেয়েদের এতদিন বাইরে পাড়ি দিতে হত। মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জমি বরাদ্দের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেল ফলতা। এখন যোগ্যতা অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দারা যদি এই জাহাজ শিল্পে কাজের সুযোগ পান, তবে বহু পরিবারের দিন বদলাবে। একইসঙ্গে কারখানা গড়ে ওঠার পাশাপাশি রাস্তাঘাট, নিকাশি ও স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির দাবিও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে এসইজেড-এর এই জমি হস্তান্তর কেবল একটি নতুন কারখানার সূচনা নয়, বরং ফলতাকে মডেল বিধানসভা হিসেবে গড়ে তোলার প্রথম বড় পদক্ষেপ।

# এসআইআর বিতর্কে এবার পালটা প্রচার বিজেপির, রাজ্যজুড়ে নামছে পদ্ম শিবির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে শাসকদল ও বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণের মুখে এবার পালটা রণকৌশল নিল রাজ্য বিজেপি। পদ্ম শিবিরের অভিযোগ, এই আইনি প্রক্রিয়াটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চরম বিভ্রান্তি ও ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। বিরোধীদের এই প্রচারকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করতে এবার কোমর বেঁধে রাজ্যে আন্দোলনের ময়দানে নামছে ভারতীয় জনতা পার্টি। সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির অন্দরে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল ঘটেছে। রাজ্যের সাতটি সাংগঠনিক জেলার শীর্ষ পদে পরিবর্তনের পাশাপাশি দলের যুব ও মহিলার মতো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মোর্চার নতুন সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দায়িত্ব পেয়েই নতুন এই টিমকে সরাসরি রাজপথে নামার নির্দেশ দিয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রতিটি শাখা সংগঠনকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে এসআইআর প্রক্রিয়ার পেছনের 'আসল সত্যি'টা তুলে ধরতে হবে। তবে কোন এলাকায় কীভাবে এই প্রচার চালানো হবে, তার নীলনকশা আগে রাজ্য দপ্তরে জমা দিয়ে অনুমোদন নিতে হবে বলেই জানা যাচ্ছে। এই বিষয়ে দলীয় সূত্রে খবর, এবারের এই আন্দোলনে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার করা হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে। দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কড়া নির্দেশ মেনে, সদ্য গঠিত জেলা ও মোর্চা কমিটিগুলোতে তরুণ ও 'জেন জি' মুখের ওপরেই সবচেয়ে বেশি ভরসা রাখা হচ্ছে। সম্প্রতি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তরুণদের আন্দোলনের যে প্রভাব দেখা গেছে, তা মাথায় রেখেই যুবসমাজকে দলের প্রথম সারিতে নিয়ে আসতে চাইছে বিজেপি। তরুণ কর্মীদের এই নতুন এনার্জিকে কাজে লাগিয়েই বিরোধীদের তৈরি করা 'অপপ্রচার' ও রাজনৈতিক বয়কটকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দিতে চাইছে রাজ্য গেরুয়া শিবির।

# বেহাল রাস্তা, মারাত্মক যানজট, ট্রাইব্যুনাল থেকে ইস্তফার আবেদন প্রাক্তন বিচারপতির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বেহাল রাস্তা আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দমবন্ধ করা ট্রাফিক জ্যাম। তার জেরেই মারাত্মক ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রতিদিন যাতায়াতের এই চরম দুর্ভোগ সইতে না পেরে শেষপর্যন্ত বিশেষ নিবিড় সংশোধন ট্রাইব্যুনাল থেকে ইস্তফা দেওয়ার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দপ্তরে ইতিমিধ্যেই চিঠি পাঠিয়ে ট্রাইব্যুনালের কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন এই বিচারপতির বাড়ি সল্টলেকে। কিন্তু বর্তমানে গঠিত এসআইআর ট্রাইব্যুনালের সেন্টার পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জোকায়। ফলে প্রতিদিন সল্টলেক থেকে জোকা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে তাঁকে। প্রাক্তন বিচারপতির অভিযোগ, দূরত্বের পাশাপাশি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাস্তার তথৈবচ দশা। ভাঙাচোরা, খানা-খন্দে ভরা রাস্তা এবং তীব্র যানজটের কারণে পাইলট কার থাকা সত্ত্বেও বাড়ি থেকে জোকা পৌঁছতেই প্রতিদিন দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। ফেরার সময় পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার নেয়। বয়সের ভারে প্রতিদিন এই ভোগান্তি সহ্য করে বিচারপ্রক্রিয়া চালানো তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

চিঠিতে প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, কাজ শুরু করার সময় তিনি ভেবেছিলেন দু'-তিন মাসের মধ্যেই হয়তো ট্রাইব্যুনালের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এটি অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী কাজ। ফলে এভাবে বছরের পর বছর বেহাল রাস্তায় যাতায়াত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তবে তিনি এও স্পষ্ট করেছেন, কাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা রয়েছে। যদি তাঁকে প্রতিদিন এই দীর্ঘ পথ যাতায়াত করতে না হয়- অর্থাৎ, সল্টলেকের কাছাকাছি কোনও অফিসে বসে কাজ করার ব্যবস্থা করা হয় কিংবা 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর সুবিধা দেওয়া হয়, তবে তিনি ফের কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন। অন্যথায়, ট্রাইব্যুনালের কাজে যুক্ত থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে এই ট্রাইব্যুনালে প্রায় ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কাজ করছেন। কিন্তু একের পর এক বিচারপতির ইস্তফা এবং পরিকাঠামোগত সমস্যায় ট্রাইব্যুনালের ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর আগে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমও নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে ট্রাইব্যুনাল থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। একদিকে ট্রাইব্যুনালে প্রতিদিন ঝুলে থাকা আবেদনের সংখ্যা পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠছে, অন্যদিকে বিচারপ্রক্রিয়ার গতি বাড়িয়ে কীভাবে দ্রুত শুনানি শেষ করা সম্ভব হবে, প্রাক্তন বিচারপতির এই ইস্তফার সিদ্ধান্তে সেই প্রশ্নই আবার জোরালো হয়ে উঠল।

## দুর্বল চিত্রনাট্যের নাটক! অনুব্রতের অফিসে হামলা নিয়ে কটাক্ষ শমীকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের উপস্থিতিতেই তাঁর সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং তাঁকে সরাসরি হুমকির ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়। তবে এই পুরো ঘটনাটিকে বৃহস্পতিবার একটি 'সম্পূর্ণ পরিকল্পিত এবং দুর্বল চিত্রনাট্যের সাজানো নাটক' বলে তীব্র আক্রমণ শানান বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বুধবার সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে অনুব্রত মণ্ডল বসে থাকা অবস্থাতেই লাঠি, রড ও বাঁশ নিয়ে মুখে কাপড় বেঁধে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে আকাশ দেবনাথ, বান্টি বীরবংশী এবং ঋষভ গোর নামের তিন যুবক। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, অনুব্রতের চোখের সামনেই অফিসের আসবাবপত্র, চেয়ার-টেবিল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

**পদের অপব্যবহার করে সমবায় থেকে কোটি টাকার দুর্নীতি**

## প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিসের বিরুদ্ধে তদন্তে নামল দুর্নীতি দমন কমিশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান পদের প্রভাব খাটিয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠল। বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের তোলা এই দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে এবার আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিশন। সংশ্লিষ্ট সমবায় সংস্থায় হানা দিয়ে এই মামলা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও ফাইল বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। সরকারি ও সমবায়ের সুনির্দিষ্ট আইনি বিধি অনুযায়ী, এই ধরনের সমবায় ঋণ কেবলমাত্র স্থানীয় বাসিন্দা এবং পেশায় যাঁরা কৃষক, তাঁদের জন্যই বরাদ্দ করার নিয়ম চালু আছে। যদিও প্রচলিত সমস্ত আইনকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৎকালীন পরিবহণ মন্ত্রী কীভাবে সেই সমবায় থেকে এক কোটি টাকার ঋণ সুবিধা পেলেন, তা নিয়েই চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং পদের দাপট দেখিয়ে এই বিপুল অঙ্কের অর্থ নেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে কমিশন। আইপিএস অফিসার কে জয়রামনের উপস্থিতিতে এই উচ্চপর্যায়ের কমিশন ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ লেনদেনের নথি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা শুরু করা হয়। উল্লেখ্য, এই দুর্নীতির বিষয়টি প্রথম সামনে এনেছিলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি অভিযোগ করে দাবি করেছিলেন, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট কৃষি সমবায় থেকে নিজের নামে ৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার নামে আরও ১০ লক্ষ টাকা এই কৃষি সমবায় থেকে নিয়েছেন। তিনি কৃষক নন, ওই সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্যও নন। তাহলে কোন অধিকারে তিনি এই টাকা নিলেন? কুণাল ঘোষ প্রাক্তন মন্ত্রীর গ্রেপ্তারি এবং তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানানোর পাশাপাশি এই ঋণের টাকা নগদে শোধ করা হয়েছে কি না এবং সেই অর্থের উৎস কী, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

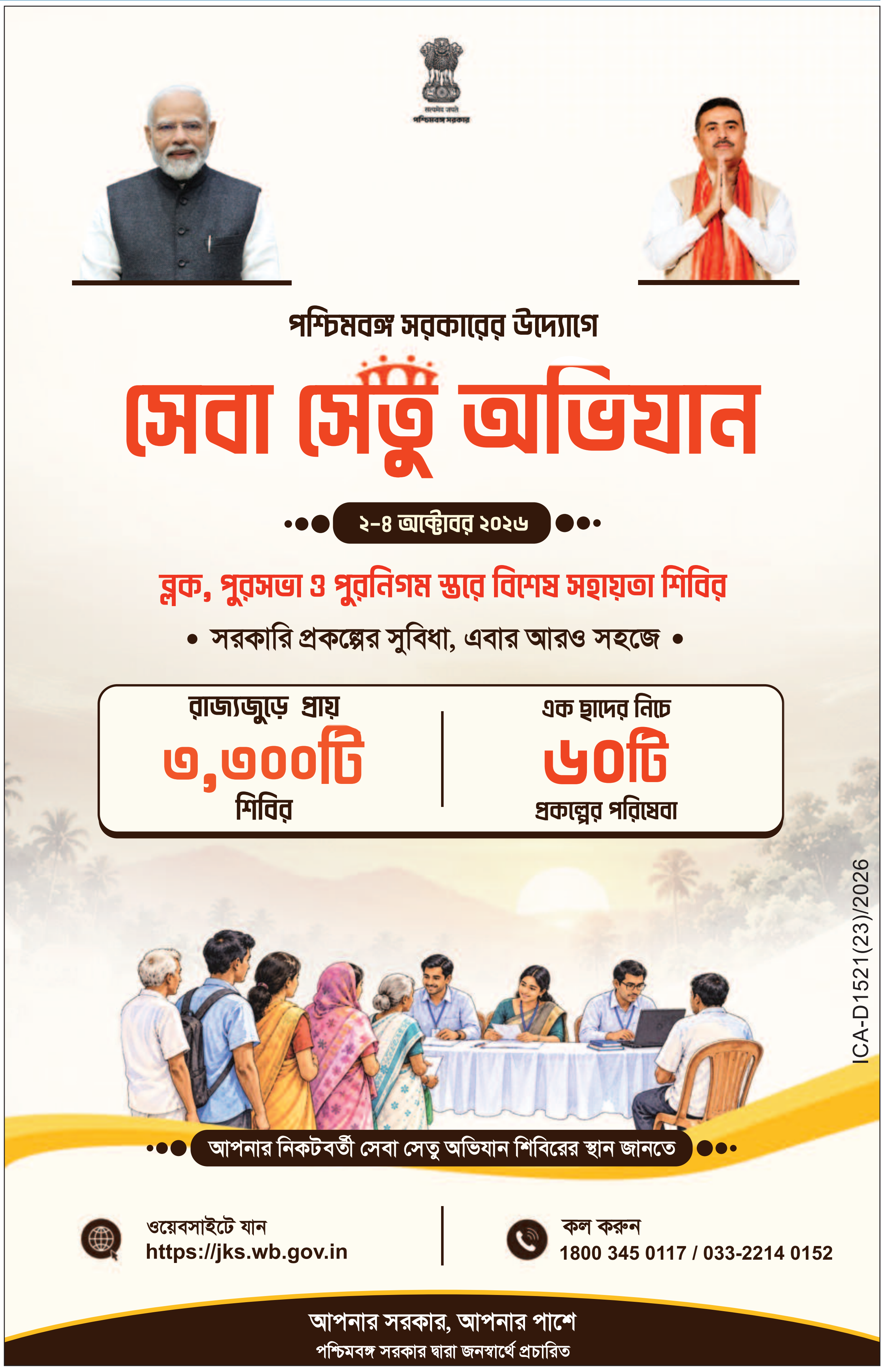


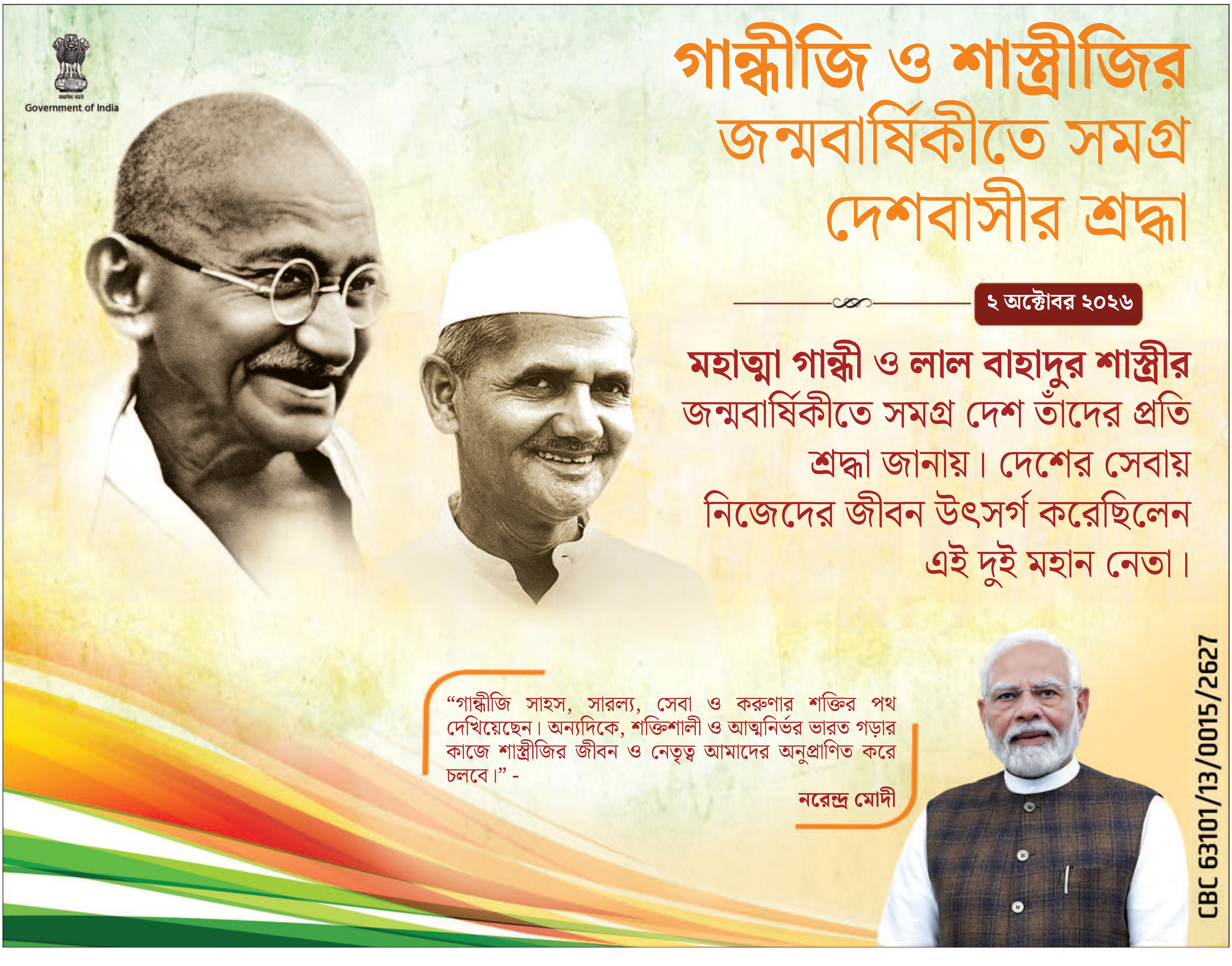

## সম্পাদকীয়

# তৃণমূল সরকারের অবিবেচনা ও গাফিলতির মূল্য দিচ্ছেন এসএলএসটি ২০২৫-এর চাকরিপ্রার্থীরা

দেড় দশকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যত ডুবিয়ে দিয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। চাকরি বিক্রি থেকে শুরু করে শিক্ষা ক্ষেত্রে একের পর এক অনিয়ম, নৈরাজ্য চাপিয়ে দিয়ে গেছে তারা। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি উঠে এল আর এক ভয়ঙ্কর ছবি। ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর জেদ আর তৃণমূল সরকারের অবিবেচনা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার মূল্য দিচ্ছে এখন রাজ্যের কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি প্রত্যাশীরা। এর যাঁতাকলে পড়ে দ্বিতীয় এসএলএসটি-২০২৫-এর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সঙ্গে যুক্ত চাকরি প্রার্থীরা এখন বিপাকে পড়ে গিয়েছেন। কারণ, আদালতের নির্দেশে তৃণমূল আমলে ইস্যু করা ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ভোট রাজনীতির কথা মাথায় রেখে সমাজের এমন কিছু অংশকে ওবিসিতে ঢুকিয়েছিলেন তার সবই বাতিল হয়ে গিয়েছে। ওবিসি এ এবং বি ক্যাটাগরি তৈরি করায় এই কোটায় সমাজের একটা অংশ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ বাতিল হয়ে যাওয়ায় এখন তাঁরা সংরক্ষণের আওতার বাইরে চলে গিয়েছেন। এখন তাদের জেনারেল ক্যাটাগরিতে আবেদন করতে হবে। ফলে চাকরি পাওয়ার সুযোগ অনেক কম। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে যাঁরা এতদিন ওবিসি-এ তালিকাভুক্ত ছিলেন তাঁরা এখন ক্যাটাগরি পরিবর্তনের সুযোগ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। আদালতে এর জন্য রিট পিটিশন দায়েরও করেছেন একাধিক চাকরিপ্রার্থী। তাদের বক্তব্য, তাঁরা যখন আবেদন করেছিলেন তখ ন তাঁদের সাব-কাস্ট ওবিসি-এ তালিকাভুক্ত ছিল, তাই ওবিসি-এ হিসেবেই আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের সাব-কাস্ট ওবিসি তালিকা থেকে বাদ যায়। ফলে তাঁরা এখন ইডব্লিউএস ক্যাটাগরির যোগ্য এবং তাঁদের কাছে বৈধ ইডব্লিউএস সার্টিফিকেটও রয়েছে। আরও অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন ক্যাটাগরি আপডেট করার জন্য অনলাইনে যে সুবিধা দিয়েছিল, সেখানে ওবিসি থেকে ইডব্লিউএস-এ যাওয়ার কোনও অপশন ছিল না। এর ফলে তাঁরা ক্যাটাগরি বদল করতে পারছেন না এবং সংরক্ষণের সুবিধা থাকলেও তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এখন তাদের প্রশ্ন, এর দায় কে নেবে?

### শব্দছক ২৮৩

রবি দাস

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | | ৩ | ■ | ৪ | | ৫ |
| ৬ | | ■ | ৭ | | ৬ | ■ | ৭ |
| | ■ | ৮ | | ■ | ■ | ৯ | |
| ১০ | ১১ | | ■ | ১২ | ১৩ | | ■ |
| ■ | ১৪ | | | ■ | ১৫ | | ১৬ |
| ১৭ | | ■ | ■ | ১৮ | | ■ | |
| | ■ | ১৯ | | | ■ | ২০ | |
| ২১ | | | ■ | ২২ | | | |

**পাশাপাশি:** ১. পৃথকিকরণ ৪. মদ্য ৬. কৃষক ৭. উদ্যান ৮. ভাত ৯. কর্ণ ১০. পায়রা ১২. বিরহ নিয়ে আছে যে ১৪. খুব ছোট নৌকা ১৫. ঝাড়খণ্ডে হাতি অধ্যুষিত বনাঞ্চল ১৭. মৌমাছির মধু জমাবার স্থান ১৮. অভিমান ৯. চিন্তন ২০. পিতৃদেব ২১. সরস ২২. অত্যন্ত দ্রুততাসহকারে

**ওপর-নিচ:** ১. বিচার করেন যিনি ২. মনের ভাব প্রকাশে শব্দযোগে কথা বলা ৩. নতুন ধানের উৎসব ৪. মননের স্থান ৫. নৃপতি ৮. সীমাহীন তল ৯. পর্যুদস্ত ১১. পরিচ্ছদ ১৩. দন্ত ১৬. মাতুলালয় ১৭. চর্মকার ১৮. দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গের অঙ্গীকার ১৯. ময়লা ২০. ব্যাঘ্র

**সমাধান ২৮২ — পাশাপাশি:** ১. ফিনিক ৫. পরিমার্জিত ৮. দরকার ৯. কাজ ১২. ফল ১৩. কর্মঠ ১৫. সাগর ১৬. পুণা ১৭. মাতঙ্গ ১৮. রানী ১৯. দাস ২০. বসুধা

**ওপর-নিচ:** ২. নিবারণ ৩. বারি ৪. আর্জি ৫. পরকাল ৬. মাছ ৭. তরু ১০. চর্ম ১১. অসাড় ১২. ফরমাস ১৩. কণা ১৪. ঠগিনী ১৬. পুঙ্গব ১৮. রাধা

## আজকের দিন

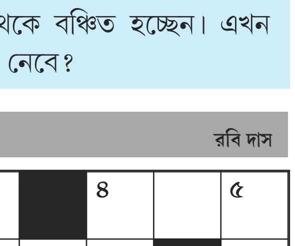

■ ১৯৫০ — সংবাদপত্রে চার্লস শুলৎজের বিখ্যাত কমিক স্ট্রিপ 'পিনাটস'-এর অভিষেক ঘটে।

■ ১৯৬৭ — থারগুড মার্শাল যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

## জন্মদিন

১৮৬৯ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন।

১৯০৪ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন।

১৯৪২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী আশা পারেখের জন্মদিন।

মহাত্মা গান্ধী

# মায়াপুরকে আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে: অগ্নিমিত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** নদিয়ার তীর্থ নগরী মায়াপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক মানের তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য। এই উদ্দেশ্যে মায়াপুরে এসে মায়াপুর ইসকন মন্দির পরিদর্শন করেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। এই প্রথমবার মায়াপুরে এসে তিনি সার্বিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, যেভাবে কলেজ স্ট্রিটকে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের আদলে বা ট্যাংরাকে চায়না টাউনের মতো উন্নত করা হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই মায়াপুরকেও আন্তর্জাতিক মানের একটি 'পিলগ্রিমেজ টাউন' বা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটক ও পুণ্যার্থী প্রতিদিন এখানে আসেন, তাই তাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এদিনের এই পরিদর্শনে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং কেএমডিএ-র সিইও, দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের প্রধান-সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। এখানকার বিভিন্ন সমস্যা যেমন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃপ্রণালী ও সিউয়েজ সিস্টেম, রাস্তাঘাট, আলো ও ঘাট নির্মাণের কাজ দ্রুত সমাধানের জন্য এক জাতীয় স্তরের প্ল্যানার ও আর্কিটেক্ট নিয়োগ করে কাজ শুরু করা হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। মায়াপুর পঞ্চায়েত এলাকা হওয়ায় কিছু ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী নবদ্বীপ শহর নিয়েও সরকারের বড় পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান। নবদ্বীপকে রাজ্যের পাঁচটি 'স্মার্ট সিটি'-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে নবদ্বীপে রাস্তাঘাট, আলো, শ্মশান, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট-সহ সমস্ত আধুনিক নাগরিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। মন্ত্রী স্পষ্ট করেন যে, মায়াপুরের ইসকন মন্দির কেন্দ্রিক ৭০০-৮০০ একর জমি ও তার আশেপাশের এলাকাকে আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র হিসেবে আলাদাভাবে উন্নত করা হবে।আর নবদ্বীপকে একটি পৃথক 'স্মার্ট সিটি' হিসেবে গড়ে তোলা হবে। পূর্ববর্তী সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আমরা ফলক লাগানো বা কেবল মুখরোচক ডায়ালগ দেওয়ার রাজনীতি করি না। আমরা মাটিতে নেমে কাজ করি।' মায়াপুরকে কেন্দ্র করে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'মায়াপুরকে একটি বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র এবং ঐতিহ্যবাহী শহর হিসেবে গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।'

# লহর পরিষ্কার করতে গিয়ে বস্তাবন্দি আধার কার্ড উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** লহর পরিষ্কারের কাজ চলাকালীন বস্তাবন্দি অবস্থায় বিপুল পরিমাণ আধার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বর্ধমানে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডগুলি নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে বর্ধমান পৌরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুরবাগ এলাকায় লহর পরিষ্কারের কাজ করছিলেন পৌরসভার কর্মীরা। কাজ করার সময়ই তাঁদের নজরে আসে একটি পরিত্যক্ত বস্তা। বস্তাটি খুলতেই তার ভেতর থরে থরে সাজানো একাধিক আধার কার্ড দেখতে পান কর্মীরা। লহরে আধার কার্ড পাওয়ার খবর চাউর হতেই মুহূর্তের মধ্যে উৎসুক স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে ভিড় জমান।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বর্ধমান থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত লহর থেকে প্রায় ৩৩টি আধার কার্ড উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আশপাশের এলাকায় বা লহরের ভেতরে আরও আধার কার্ড পড়ে রয়েছে কি না, সে বিষয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডগুলির অধিকাংশ নথিই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের নামে নথিভুক্ত। জরুরি এই সরকারি নথি কীভাবে এবং কী উদ্দেশ্যে বাবুরবাগের লহরে ফেলে দেওয়া হলো, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর নেপথ্যে কোনও বড় ধরনের জালিয়াতি চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, কিংবা ডাক বিভাগের কোনও গাফিলতি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বর্ধমান থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডগুলির তথ্য যাচাই করে দ্রুত পুরো ঘটনার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

# বিকশিত ভারত গড়ার উদ্দেশ্যে নেশামুক্ত যুব অভিযান বর্ধমানে

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

**পূর্ব বর্ধমান:** এনএসএস ইউনিট বর্ধমান রাজ কলেজের উদ্যোগে এদিন নেশামুক্ত যুব অভিযান, একটি হেরিটেজ ওয়াক (ঐতিহ্য পদযাত্রা) আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল যুবসমাজের মধ্যে নেশামুক্ত জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি বর্ধমানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁদের পরিচিত করা। কর্মসূচির সূচনা হয় কার্জন গেট থেকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. রাজীব লোচন মহাপাত্র, এনএসএস কোঅর্ডিনেটর বর্ধমান ইউনিভার্সিটির প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগা বিশেষজ্ঞ সন্দীপন সরকার, স্টেট সাইকেল লিডার ফিট ইন্ডিয়া এবং ড. শশী কুমার শর্মা, স্পোর্টসম্যান এবং এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার বর্ধমান ইউনিভার্সিটির। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে যুবসমাজের সুস্থ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন, খেলাধুলা, যোগব্যায়াম এবং নেশামুক্ত থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা নেশামুক্ত যুব সংকল্প গ্রহণ করেন এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি একটি নেশামুক্ত সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এরপর কার্জন গেট থেকে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত হেরিটেজ ওয়াক অনুষ্ঠিত হয়। এই পদযাত্রার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা বর্ধমানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হন এবং একই সঙ্গে নেশামুক্ত সমাজের বার্তা প্রচার করেন। যুবসমাজের মধ্যে নেশামুক্ত জীবনযাপন, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং ঐতিহ্য-সচেতনতা গড়ে তোলার বার্তা দিয়ে কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

**TAKI MUNICIPALITY**
**P.O.: Taki, Dist.: North 24 Pgs**
**NOTICE INVITING TENDER**

Tender is hereby invited on behalf of the Chairman, Taki municipality for development work. Vide **Tender Notice No: 01/TM//26-27, dated: 01/10/26.** (No. of works-02). Last date of receiving application: **12.10.26, up to 5:00 P.M.** For details please contact Taki Municipality.

Sd/- Chairman
Taki Municipality

**Abridged Tender Notice**

An E-tender for SUPPLYING & INSTALLATION OF FURNITURE, COMPUTER TABLES, AIR CONDITIONER REPAIR AT NEWLY ALLOTED PROBATION -CUM-AFTER CARE OFFICER'S ROOM, ALIPORE has been floated with Tender **ID. 2026_DMSP_5076646_1 vide memo no. 1569/NZ DT. 30.09.2026 & QSF/NZ-02/38.** For details, please visit **www.s24pgs.gov.in & https://tenders.wb.gov.in Memo No.- 3394/DICO/S-24 Pgs, Dt. 01/10/2026**

**Sd/-**
**(Manjeet Kumar Yadav, IAS)**
**Addl. District Magistrate (Gen.) South 24 Parganas, Alipore**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**INFORMATION WANTED**

This is the photograph of **Ranjana Patra Mondal, Husband's Name - Sunatan Mondal,** of Raghabpur, PO - Durgapur, PS - Chakdah, Dist - Nadia. Who has been missing since 03.06.2026, at about 17.00 hrs. Residential area under Chakdah PS. Description of this Missing person is: Age - 42 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 4 Inch (Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Yellow Saree, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120

ICA-D 1510(3)/2026

**SATTORE GRAM PANCHAYAT**

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **WB/BZP/BSB/SGP/NIET-01/ 2026-27 Dt- 01/10/2026** which is uploaded in the website **http://wbtenders.gov.in.**
**Fund:** 15th cfc Untied
Last date of submission: **27/10/2026**
Visit the said website to know about this tender.
**Sd/- Executive Assistant**
**Sattore Gram Panchayat**

**OFFICE OF THE PRODHAN**
**TARABERIA GRAM PANCHAYAT**
**Vill.Bargachia, P.O. - Kushdanga, P.S. - Amdanga, 24th pgs(N)**

NIT has been invited by the Pradhan, Taraberia GP under Amdanga Panchayat Samity,24" Pgs.(N) vide **NIT No. 606/TGP/2026 dated 29.09.2026** bearing **Tender ID 2026_ZPHD_ 5076419_1 and NIT No. 605/TGP/2026 dated 29.09.2026** bearing **Tender ID 2026_ZPHD_ 5076409_1.** Last date of bid submission for both the NIT is 07.10.2026 up to 14.00 hrs. For details follow the office notice board and website **http://wbtender.wb.nic.in**
**Sd/- Prodhan**
**Taraberia Gram Panchayat**

**TAKI MUNICIPALITY**
**P.O.: Taki, Dist.: North 24 Pgs**
**NOTICE INVITING E-TENDER**

Notice Inviting e-Tender (NIeT) is hereby invited on behalf of the Chairman, Taki Municipality, vide **NIeT No. Dated 03/WBMAD/TM/26-27, 01.10.2026 (2nd Call),** for "Five (05) Nos. of works for the Repair of Roads under Taki Municipality." The bid submission will commence from **02.10.2026 at 09:00 AM.** The last date and time of bid submission is **26.10.2026 up to 09:00 AM.** For further details, please contact Taki Municipality or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Taki Municipality

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২২২-এস/১/সিনি.ডিইএন-১/ডবলু। তারিখ** ২৯.০৯.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **টেন্ডার নং. টিএন-১৮৭-২৬-২৭; কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-এর অধীনে টিবিআর, টিটিআর (পয়েন্টস অ্যান্ড ক্রসিং), টিএসআরপি, টিএফআর, টিবিআর (পয়েন্টস অ্যান্ড ক্রসিং), টিবিআরপি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৩,৫৬,৭৩,৫৩৫.৭৯ **বায়না রাশিঃ** ₹ ৭,১৩,৫০০.০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ১২(বারো) মাস। **টেন্ডার নং. টিএন-১৮৮-২৬-২৭; কাজের নামঃ** ডিডিজে/ইআই-এর এমএসডিএসি ট্র্যাক সেকশনের সমান্তরালে ডিসি ট্র্যাক সার্কিট প্রদানের মাধ্যমে ট্রেন শনাক্তকরণ সিস্টেমের পরিবর্ধন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,৩৪,০৬,৭৯৭.৭৩; **বায়না রাশিঃ** ₹ ২,৬৮,১০০.০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ০৮(আট) মাস। **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারের নথি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হবে। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা; **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে।

SDAH-245/2026-27

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**

e-Tender of NIQ No. 08 of 2026-27 by the of A.E./ Kakdwip Highway Sub- Division. Subhas Nagar, Kakdwip-743347 invites online percentage rate e-tender whose ID No. 2026_WBPWD_5076825_1. The details can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in & office notice board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website previously mentioned. Documents download end date (online) & Bid submission end date (online) will be 12.10.2026 upto12.00Hrs. Sd/- A.E, Kakdwip Highway Sub-Division P.W.(Roads) Directorate, Govt. ofWB.

**ICA- T18604(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**1st CORRIGENDUM**
**DATE CORRIGENDUM NOTICE**

Superintending Engineer, Eastern Highway Circle, Purta Bhavan, Salt Lake, 1st Floor, Room No.104 &105, Kolkata-700091. eNIT No. 01 of 2026-27 of SE/EHC. (for sl. no.01), Tender ID: 2026_WBPWD_5019155_1, Bid Submission/Upload End Date: 06/10/2026 upto 15.00 Hrs. Date of opening of Technical Proposals: 08/10/2026 at 15.00 Hrs. The details can be obtained from the website https://etender.wb.nic.in & Office Notice Board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website. For any clarification Bidder may contact PWD e-Tender Help Desk with following Phone No. (033) 2223-6236.Sd/-SE/EHC, P.W.(R) Dte.

**ICA- T18595(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**1st CORRIGENDUM**
**DATE CORRIGENDUM NOTICE**

Superintending Engineer, Eastern Highway Circle, PurtaBhavan, Salt Lake, 1st Floor, Room No.104 &105,Kolkata-700091. eNIT No. 03 of 2026-27 of SE/EHC (for sl. no.01), Tender ID: 2026_WBPWD_5019965_1, Bid Submission/Upload End Date: 05/10/2026 upto 15.00 Hrs. Date of opening of Technical Proposals: 07/10/2026 at 15.00 Hrs. The details can be obtained from the website https://etender.wb.nic.in & Office Notice Board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website. For any clarification Bidder may contact PWD e-Tender Help Desk with following Phone No. (033) 2223-6236. Sd/-SE/EHC, P.W.(R) Dte.

**ICA- T18596(1)/2026**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**

Executive Engineer-I, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) SITC of AC system with allied E.I work due to shifting of hormonal lab from Gr, floor to 2nd floor of department of biochemistry CNMC. vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-47/26-27 TenderID: 2026_WBPWD_5076857_1 submission end date (online) for the job is 13/10/2026 upto 14.00 P.M. Detail information /download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, https://tenders.wb.gov.in/& http://pwdwb.in Sd/- (BIKASH DUTTA) Executive Engineer-I,Central Kolkata Health Electrical Division P.W.Dte.

**ICA- T18614(2)/2026**

**Corrigendum for Time Extension**

**Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works:** "Electrical Installation Work for the office Accomodation of the Dte. of Anti-Corruption Branch for Enhanced effectiveness at 5th Floor Benfish Tower and 6th floor of Benfish Bhawan---SITC of Air Conditioning Machines at 6th Floor of Benfish Bhawan". Tender No: **WBPWD/EE/BED/e-NIQ-123/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5075832_1**

| | | |
|---|---|---|
| Bid submission Closing Date (Online) | 01.10.2026 up to 15.00 PM. | 06.10.2026 up to 14.00 PM. |
| Technical Bid Opening Date | 03.10.2026 after 15.05 PM. | 08.10.2026 after 14.05 PM |

Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in.**
**SD/- Executive Engineer, PWD**
**Bidhannagar Electrical Division**

**e-Tender Notice**

The Administrator, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing of Leakage in Existing Choked Pipe Line in 100mm & 150mm dia. in different wards- 17 to 21 and Muthurdinghi Bado Pirtala in Ward no-20 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WB/DKM /Admin/e-NIT-47/2026-27 & WB/DKM/Admin/e-NIT-48/2026-27.** Bid Submission closing date (Online)- **07/10/2026.** Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-Tender.

Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

**MADHYAMGRAM MUNICIPALITY**
**CORRIGENDUM**

Corrgendum for **N.I.T. No. WBMAD/MM/NIT-03e/2026-27, Sl. No.8 dated. 01.09.26.** Details of Corrigendum will be available from website **https://wbtenders.gov.in** and Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.**
Sd/- **Executive Officer**
**Madhyamgram Municipality**

**KANCHRAPARA MUNICIPALITY**
**NOTICE**

The Following E-Tender are invited by the Executive Officer, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1196, Dt. 01/10/2026** for Civil Works in Different Ward under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1044018_1,** Last Date of Bid Submission **07/10/2026 at 13.00 Hrs.**
Sd/- **(Subrata Kumar Maity), Executive Officer, Kanchrapara Municipality**

**ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY**
**(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)**
**City Centre, Durgapur - 713216**
**(Ph.: 0343-2546716/6815)**

**N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-12/26-27 Dated 01.10.2026**

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1043979_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_1043990_1 **(3)** Tender ID No. 2026_ADDA_1043996_1 **(4)** Tender ID No. 2026_ADDA_1044002_1 **(5)** Tender ID No. 2026_ADDA_1044008_1 **(6)** Tender ID No. 2026_ADDA_1044013_1 **(7)** Tender ID No. 2026_ADDA_1044025_1 **(8)** Tender ID No. 2026_ADDA_1044030_1 **(9)** Tender ID No. 2026_ADDA_1044045_1 **(10)** Tender ID No. 2026_ADDA_1044051_1 **(11)** Tender ID No. 2026_ADDA_1044053_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

**SURI MUNICIPALITY:BIRBHUM**
**CORRIGENDUM NOTICE - 2**

Ref: Corrigendum Notice is hereby e-NIT No: WBMAD/ULB / Suri/e-NIT-03/2026-27 dt 05.09.2026 Vide Tender Id no: 2026_MAD_[illegible]_1 to 15 for Repairing of Road Potholes Applicable on Existing C.C. Bituminous & Paved Road at Various Locations within Suri Municipality.

| SL NO. | EXISTING DESCRIPTION OF ITEM | READ IN PLACE TO EXISTING |
|---|---|---|
| 1<br>2 | Bidder intending to participate more than one(1) work shall have to furnish Credential, Bank Solvency & Turnover in cumulative way. | Bidder intending to participate more than one(1) work Will NOT Calculate Credential, Bank Solvency & Turnover in cumulative way. |
| 3 | Audited Financial Statements for last 03 (Three) Years for Financial Capability of the bidder | Audited Financial Statements for last 03 (Three) Years for Financial Capability of the bidder (NOT REQUIRE) |
| 4 | Tender Submission Closing (Online) is 30.09.2026 at 5.00 PM | Tender Submission Closing (Online) is 08.10.2026 at 5.00 PM |
| | Tender opening date for Technical proposal is (online) is 03.10.2026 after 10.00 AM | Tender opening date for Technical proposals (online) is 10.10.2026 after 5.00 PM |

Sd/- Executive Officer
Suri Municipality, Birbhum

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-টেন্ডার**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/৩৭** **তারিখ: ৩০/০৯/২০২৬**

**"ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে।

| ক্র. নং. | টেন্ডার নং | বন্ধ হওয়ার তারিখ | সংক্ষিপ্ত বিবরণ | পরিমাণ | ইএমডি (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | **এইচবি২৬৬৮১১** | ২২/১০/২৬ | মেডিকেল গ্রেড রেকর্ডিং, ইনসাফ্লেটর এবং হ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট সমেত উন্নত ৪কে ৩ডি আইসিজি এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরা সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সূচনার কাজ। প্রাক দরপ্রস্তাব সভার তারিখ ও সময়: ০৫/১০/২০২৬ - বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিটে। | ০১টি | ৩৯২০০০/- |
| ২ | **৮০২৬৩০৪১বি** | ২৭/১০/২৬ | ডব্লুএজি৯/ডব্লুএপি৭ লোকো সমূহের জন্য সার্ভোপ্লেক্স এসএইচসি ১২০ আইওসি। প্রোডাক্ট কোড ৮১৫৫ | ৩৩,৬০০ কেজি | ৮,৫৬,৪০০/- |
| ৩ | **৩৩২৬৫০১১** | ২৬/১০/২৬ | প্রেশারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেম ইত্যাদি সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। | ১৬০০টি | ৯৯২১৫০/- |
| ৪ | **৩০২৬১৩৫৩এ** | ২৯/১০/২৬ | এয়ার স্প্রিং বেলো অ্যাসেম্বলি সম্পূর্ণ ইত্যাদি। | ২৪০টি | ৪৯৪৬৮০/- |
| ৫ | **৬১২৬৩০০৩এ** | ২৯/১০/২৬ | ওভারহেড ডাবল অ্যাক্টিং ডোর ক্লোজার মেকানিজম ইত্যাদি। | ১৩৫০টি | ১১৯১৩০/- |
| ৬ | **৪৭২৬৩১১৪এ** | ২৭/১০/২৬ | ইওজি এলএইচবি কোচের জন্য ৬০ কেভিএ ট্রান্সফরমার। | ২২টি | ১১০৭৯০/- |
| ৭ | **এডি২৬৫৬৫৭** | ১৫/১০/২৬ | কেবেল ট্রানজিট এন্ট্রি সিস্টেম এবং মাল্টি ডায়ামিটার হ্যালোজেন ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ নিরাপদ সুরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজ। | ৩০০ সিসেট | ১১৮৯৭০/- |
| ৮ | **৩৩২৬৩৪৪১** | ২৬/১০/২৬ | স্টেনলেস স্টিল আবর্জনা রাখার পাত্র ইত্যাদি। | ১০০০টি | ১২৯০৭০/- |
| ৯ | **জিএসডি-কেজি-পিগ্রাউন্ডিং** | ২৬/১০/২৬ | "আগামী দুই বছরের জন্য" রোলিং স্টক ইত্যাদি মাটিতে নামিয়ে রাখতে ক্রেন ভাড়া নেওয়ার কাজ। | ওয়েবসাইট অনুযায়ী | ১৭৯৮০০/- |
| ১০ | **৮১২৬১৮০৪এল** | ২৬/১০/২৬ | তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস | ৪৭৫৪৮ ঘন মিটার | ১৩৬৬০০/- |
| ১১ | **আইএফ২৬৬১২৪** | ২৬/১০/২৬ | সিএএসএনইউবি ২২ এইচএস বগির জন্য লাইনার সমেত কাস্ট স্টিল বোলস্টার। | ৭৭ টি | ১৯৯৯১০/- |
| ১২ | **আইএফ২৬৬১২৫** | ২৬/১০/২৬ | ইন্টিগ্রেটেড সেন্টার পিভট বটম সহ কাস্ট স্টিল বোলস্টার। | ১০০টি | ২৯২৬৪০/- |
| ১৩ | **আইএফ২৬৬১৩০** | ২৬/১০/২৬ | বিওএসএম ওয়াগনের জন্য সম্পূর্ণ ডোর অ্যাসেম্বলি (এলএইচ এবং আরএইচ)। | ৯৫০ সেট | ৫৬০৫০০/- |
| ১৪ | **২৯২৬৫০৪৮** | ২৬/১০/২৬ | পিইসি কন্ট্রোলার পিপিডি ৫১৭এ ইত্যাদি। | ০৪ টি | ১৭৮২৮০/- |
| ১৫ | **৩৮২৬৩৩৪৯** | ১২/১০/২৬ | সিএএসএনইউবি ২২ বগির জন্য বোলস্টার লাইনার ইত্যাদি। | ৭৭৫০০ টি | ১৭০১০০/- |

আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। দ্রষ্টব্যঃ সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে জানতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **(PR- 844)**

**SANTIPUR MUNICIPALITY**
**e-Tender Notice**

Chairman on behalf of Santipur Municipality invites 17 nos .online e-Tender for **1) Tender ID: 2026_MAD_1043799_1:** Repairing & Renovation of Babla road, starting from junction of 2 No. railway gate up to Cross-culvart of Banak of Ward No. -01 under State Development Fund., **2) Tender ID: 2026_MAD_1043845_1:** Repairing & Renovation of part of Raja Ram Mohan Roy Sarani, starting from junction of Jagannath Tala up to the junction of Shashi Khan Culvart [near Burning Ghat road ]of Ward No. 16 & 24 under State Development Fund. **3) Tender ID: 2026_MAD_1043852_1:** Repairing & Renovation of Poura Stadium Road, starting from junction of Ramkanai goswami street ( Jorakali Battala ) up to the junction of Ramchandra goswami road ( near No 3 Rail gate ) of Ward No. -4 & 5 under State Development Fund., **4) Tender ID: 2026_MAD_1043866_1:** Repairing & Renovation of part of Ramnagar Char road, starting from junction of Shashi Khan Culvart [ near Burning Ghat road ] up to Ramnagar char G.S.F.P. Primary School of Ward No. 24 under State Development Fund, **5) Tender ID: 2026_MAD_1043873_1:** Repairing & Renovation of Ram Chandra Goswami Road, starting from junction of 3 no. rail gate up To the junction of Sri Adwaita sarak ( near Matal Garh ) of Ward No. - 4 & 5 under State Development Fund., **6) Tender ID: 2026_MAD_1043949_1:** Repairing & Renovation of part of Ramnagar Char road, starting from house of Sujoy Biswas up to the junction of Guptipara Paver block road of Ward No. 24 under State Development Fund, **7) Tender ID: 2026_MAD_1043960_1:** Repairing & Renovation of Pandit Ramnath Tarka Ratna road, starting from junction of Ram Kanai Goswami street [ near Jorakali Bat tala ] up to 2 no. Railway gate of Ward No. -01 under State Development Fund., **8). Tender ID: 2026_MAD_1043969_1:** Repairing & Renovation Baigachi Bene para with paver block starting from junction of Soumendra Nath Thakur sarani up to the junction of Mozammel Haque road of Ward No. - 02 under state Development Scheme., **9) Tender ID: 2026_MAD_1043988_1:** Repairing & Renovation of B.D. Embat lane with paver block starting from junction of L.K. Moitra road up to the junction of Rather Saran street of Ward No. - 13 under State Development Scheme., **10) Tender ID: 2026_MAD_1044000_1:** Repairing & Renovation Krishnagar road [Station para] with paver block starting from house of Braja Rakhal up to the house of Bipul Adhikari and from house of Braja Rakhal up to the house of Rana Das of Ward No. - 02 under State Development Scheme., **11) Tender ID: 2026_MAD_1044011_1:** Repairing & Renovation of Veri para lane with paver block, starting from junction of Ramkanai Goswami street up to the junction of Bhagabati Das road and from h/o- Mithu Das up to h/o- Babu Das of Ward No. - 04 under State Development Scheme, **12) Tender ID: 2026_MAD_1043958_1:** Repairing & Renovation Baigachi Ostagar para lane with paver block starting from junction of black top road of Ramgopal Sen street no.-02 up to the junction of of Ramgopal sen street no.-01 of Ward No. - 02 under State Development Scheme., **13) Tender ID: 2026_MAD_1043965_1:** Repairing & Renovation of part of 1 No. Ramgopal Sen street, starting from junction of Dacca para Durga Barowari up to The end point of 1 No. Ramgopal sen street of Ward No. - 02 under State Development Fund.., **14) Tender ID: 2026_MAD_1043971_1:** Repairing & Renovation of part of 2 No. Ramgopal Sen street, starting from junction of 1 No. Ramgopal Sen street up to The Shop Of Ajit Debnath of Ward No. - 02 under State Development Fund., **15) Tender ID: 2026_MAD_1043986_1:** Repairing & Renovation of Dalal para lane, starting from junction of Kalidas Biswas lane up to Colony Bazar of Ward No. - 21 under State Development Fund., **16) Tender ID: 2026_MAD_1043993_1:** Repairing & Renovation of Garer Muchipara lane with paver block, starting from junction of Raghunathpur street [ near Balar Battala ] up to house of Nitai Das and from house of Harekrishna Das up to the house of Swapan Das of Ward No. - 10 under State Development Fund, **17) Tender ID: 2026_MAD_1044005_1:** Repairing & Renovation of Kalidas Biswas lane, starting from Durga Barowari up to the junction of Dalal para lane of Ward No. - 21 under State Development Fund., Bid submission end date **28/10/2026 at 12.00 noon.** other details will by available in our official **www.santipurmunicipality.in** and **http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Administrator, Santipur Municipality**

# হেনস্তা-কাণ্ডে অনুব্রতর পাশে ঋত তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে হেনস্তা ও হুমকির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বোলপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে এল পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন অরূপ রায়, মদন মিত্র, অরূপ বিশ্বাস এবং স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা এবং রানা সিংহ।

বুধবার সন্ধ্যায় সিউড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং অনুব্রত মণ্ডলকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় তিনজনকে পুলিশ আটক করে নিয়ে গেলেও কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় রাত্রেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। এরপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, পর্যাপ্ত ছবি ও ভিডিও ফুটেজ থাকার দাবি সত্ত্বেও পুলিশ কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করল না? বোলপুরে এসে সেই প্রশ্নই তোলেন তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও বাস্তবে 'শাসকের আইন' চলছে। সিউড়ির ঘটনা তারই প্রমাণ বলে দাবি করেন তিনি। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিওতে দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং অনুব্রত মণ্ডলকে হুমকি দেওয়ার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।' এত কিছু প্রকাশ্যে আসার পরেও পুলিশ কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করছে না, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। গোটা বিষয়টি রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা হবে বলেও জানান বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়।' এদিন অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাব ও রাজনৈতিক ভূমিকার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। অনুব্রতকে 'বাঘ' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'যেভাবে তিনজন ব্যক্তি কেষ্টদাকে হেনস্তা করছিলেন, সেই পরিস্থিতিতেও তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'টেম্পারমেন্ট' ধরে রেখেছেন।' মদন মিত্রের বক্তব্য, 'এই পরিস্থিতিতেও অনুব্রত মণ্ডলের যে দৃঢ়তা দেখা গিয়েছে, তার কারণেই সে 'বাঘ'-এর সঙ্গে তুলোনীয়।' মদন মিত্র আরও জানান, মহালয়ার আগের দিন তারা সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে যাবেন। তাঁর কথায়, 'জয় জগন্নাথের পুজো আগে 'জয় জনগণের' পুজো করার বার্তা নিয়েই তাঁরা সিউড়িতে উপস্থিত হবেন। তবে এই ঘটনায় বিজেপির কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছেন বীরভূম জেলা বিজেপির সভাপতি উদয়শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। তাই শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হলেও অনুব্রত মণ্ডল বা তৃণমূলের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল না কেন?' অন্যদিকে, অনুব্রত মণ্ডল-বিরোধী হিসেবে পরিচিত হাসন বিধানসভার বিধায়ক কাজল শেখ বুধবারের এই ঘটনাকে 'সাজানো' বলে দাবি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'নিরাপত্তা পাওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।'

সাংবাদিকরা এদিন এই প্রসঙ্গে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কাজল শেখের বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত মতামত, এটি দলের বক্তব্য নয়।' সিউড়ির ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোলপুরে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের এই প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে দলের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের নানা আলোচনা, অন্যদিকে দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অনুব্রত মণ্ডলকে হেনস্তার অভিযোগ, সব মিলিয়ে বীরভূমের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন করে উত্তাপ তৈরি হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১ ৯৩৩১০৫৯০৬০০

# বালুরঘাটে ১২ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** আসন্ন দুর্গাপুজোর আগেই বালুরঘাট শহরের চেহারা বদলে ফেলতে বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। শহরের ২৫টি ওয়ার্ড জুড়ে মোট ২৪টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১২ কোটি টাকা। মূলত দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তাঘাটের পুনর্নির্মাণ, মেরামত এবং সম্প্রসারণের কাজেই এই অর্থ ব্যায় করা হবে।

বৃহস্পতিবার বালুরঘাট পৌরসভায় আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থার হাতে এসব কাজের ওয়ার্ক অর্ডার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা। মোট ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে এদিন ২৩টি কাজের চূড়ান্ত বরাত ঠিকাদারদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। বাকি একটি প্রকল্পের কিছু নীতিগত বা পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় তা দ্রুত সংশোধন করে শীঘ্রই বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। সামনেই দুর্গাপুজো, তাই শহরের রাস্তাঘাটের সুরাহা করতে তৎপর প্রশাসন। পুরচেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা নির্দেশ দিয়েছেন, কাজ শুরুর পর আগামী ৩০ দিনের (১ মাস) মধ্যে এই সমস্ত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে, যাতে পুজোর দিনগুলিতে শহরবাসীকে যাতায়াতে দুর্ভোগ পোহাতে না হয়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় জানান, বিগত দিনে পৌরসভার রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, বর্ষায় শহর কার্যত ভেসে গিয়েছিল। নতুন সরকার আসার পর শহরের সুবিধার্থে এই ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি কড়া বার্তা দিয়ে স্পষ্ট জানান, কাজের মানের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র আপস বা দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা কাজের সঠিক তদারকি ও মনিটরিং করেন, যাতে ঠিকাদাররা নির্দিষ্ট সিডিউল ও সিডিউলের মান মেনে গুণগত উপকরণ ব্যবহার করে কাজ শেষ করেন।

# পুজোর আগে আরামবাগে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু

## পরিদর্শনে বিজেপি বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আরামবাগ পুরসভার অন্তর্গত প্রধান শহরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হল। এতে খুশি আরামবাগ শহরবাসী। পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির হাল ফেরাতে ময়দানে নেমেছে আরামবাগ পুরসভা। ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সরেজমিনে সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। নারকেল ফাটিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজের শুভ সূচনা করেন তিনি। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ ১৮টি রাস্তার সংস্কারের জন্য মোট প্রায় ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বিভিন্ন অংশে খানাখন্দ তৈরি হওয়া, পিচ উঠে যাওয়া এবং বর্ষার জেরে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছিলেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে পুজোর মরশুমে শহরে মানুষের যাতায়াত বাড়ায় রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছিল। সেই কথা মাথায় রেখেই দ্রুততার সঙ্গে সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে রাস্তার কাজের গুণমান ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন বিধায়ক হেমন্ত বাগ। কোথায় কী ধরনের সমস্যা রয়েছে, কোথায় দ্রুত কাজ শেষ করা প্রয়োজন এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেই বিষয়গুলিও তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পুজোর আগেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির সংস্কারের কাজ যতটা সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'আরামবাগ শহরের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির সংস্কার। সেই দাবি মেনেই শহরের মূল ১৮টি রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।'

# বাগদার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির বোর্ড

## গঙ্গাজল ছিটিয়ে অফিস শুদ্ধকরণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা:** বাগদার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব নিলেন বিজেপির প্রধান। গঙ্গাজল ছিটিয়ে পঞ্চায়েত অফিস শুদ্ধিকরণ করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত ভারতীয় জনতা পার্টি নতুন করে বোর্ড গঠন করল। প্রধান পদে বসলেন সন্ধ্যারানি ব্যাপারী। ৩০ আসন বিশিষ্ট মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল তৃণমূলের দখলে। ২০২৩ সালে ১৬টি আসন নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করেছিল তৃণমূল বিজেপির দখলে ছিল ১১টি আসন এবং সিপিএমের দখলে ছিল ৩টি আসন। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পরে ইস্তফা দেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান। তারপরেই এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে বোর্ড গঠন করা হয়। এদিন তৃণমূল এবং সিপিএম সদস্যরা বোর্ড গঠনে হাজির না হওয়ায় ১১ জন সদস্যের সমর্থনে প্রধান হলেন সন্ধ্যারানি ব্যাপারী। পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করবার পরেই পঞ্চায়েত অফিস শুদ্ধিকরণের জন্য গঙ্গাজল ছেটানো হয়।

# সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় পরিদর্শনে বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম:** সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন সাঁইথিয়া বিধানসভার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা। পরিদর্শনকালে কলেজের পরিকাঠামো, শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে সরেজমিনে খোঁজ নেন তিনি। কলেজে এসে বিধায়ক কলেজ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। শিক্ষক কক্ষ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার এবং আবাসিক ব্যবস্থাও পরিদর্শন করেন তিনি। পাশাপাশি কলেজের বর্তমান পরিকাঠামো ও শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পরিবেশ আরও উন্নত করা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং তাঁদের জন্য আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা তৈরি করার বিষয়েও আলোচনা হয়। কলেজের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সমাধানের সম্ভাব্য পথ নিয়েও আলোচনা করেন বিধায়ক। পরিদর্শন শেষে কলেজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা। তাঁর এই পরিদর্শনকে ঘিরে কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও আগ্রহ দেখা যায়।


## আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
**রেজিঃ অফিস :** ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
**মুখ্য দপ্তর :** ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

**পাবলিক নোটিস**

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

| ক্র. নং | নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম | এল. এফ. নং | শেয়ার সার্টিফিকেট নং | স্বাতন্ত্র্যসূচক নং | শেয়ার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | অঞ্জু গুপ্তা | ০০০২৯৩১ | ৬০০ | ১১৬২৫০১-১১৬৪২৫০ | ১,৭৫০ |

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
**নীতিন শর্মা**
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০১ অক্টোবর, ২০২৬

## এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩) — সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in

**মূল বিক্রয় দলিল হারানো**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, হুগলি, শ্রীরামপুর, ৫, খালধার লেন, পিন ৭১২২০২, ১ম ফ্লোরে রবিন প্যালেস **১০৪** নং ফ্ল্যাটের নিবাসী শ্রী অজিত কুমার নস্করের পুত্র শ্রী সুপ্রকাশ নস্কর এবং **শ্রী সুপ্রকাশ নস্করের স্ত্রী শ্রীমতী মধুমিতা নস্করকে ৩৬৪৯৫২৩৪৩৫৮ অ্যাকাউন্ট নম্বরের অধীনে একটি হোম লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং শ্রী সুপ্রকাশ নস্কর এবং শ্রীমতী মধুমিতা নস্কর তা ২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি হাওড়ার** কাছে জমা দিয়েছিলেন। জি+৪ তলা ভবন সহ জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের উপর অবস্থিত **৮২০ বর্গফুট** আচ্ছাদিত এলাকা **৬৫৬ বর্গফুট** পরিমাপের হুগলি, শ্রীরামপুর, পিন-৭১২২০২, ৫, খালধার লেনে ১ম ফ্লোরে **১০৪** নং ফ্ল্যাট, মৌজা শ্রীরামপুর, থানা শ্রীরামপুর, ২৯২৪ আর.এস. খতিয়ান নং, ২৫৯৬ এল.আর. দাগ নং সম্পর্কিত ডি.এস.আর. হুগলি, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুরের অফিসে নিবন্ধিত, ১ নম্বর বুক, ০৬০৫-২০১৯ নং ভলিউম, ৭৭৯৭১ থেকে ৭৮০০৯ নম্বর পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা ২৬.০৬.২০১৯ তারিখের ২০১৯ সালের I-060502624/2019 নং মূল দলিল। আসল টাইটেল ডিডটি সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এটি হারিয়ে এবং/বা স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। উক্ত দলিল হারানো/স্থানচ্যুত হওয়ার বিষয়টি গত **৩০.০৯.২০২৬** তারিখে হাওড়া সিটি থানায় সাধারণ ডায়েরিতে **৩০৬০ জি.ডি.ই.** নং হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি/দলিলে কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে তাকে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

**তারিখ: ০২.১০.২০২৬**
**সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া,**

## এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২) — গাড়ির নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সাইট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কামালগাজি মোড়
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মন্টু কুমার মোদল। মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭ ১২৮৬৯, ই-মেইল- sbi.64202@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.১০.২০২৬**
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ : ১২.১০.২০২৬, পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে হাইপোথিকেট/বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। যার ফিজিক্যাল দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **১৪.১০.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

**ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ**

**ওলিউল্লা হালদার, অ্যাকাউন্ট নং ৪২৯৮৯৪০০১৯৪,** বকেয়া পরিমাণ **১৯.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১০,৫৯,২৬৫/- টাকা এবং আরও অতিরিক্ত সুদ।**
সংরক্ষিত মূল্য হলো **৭,৪০,০০০.০০ টাকা,** আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৭৪,০০০.০০ টাকা** এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে **৫,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিবরণ : **ERTIGA SMART HYBRID ZXI+,** রেজিস্ট্রেশন নং **WB96X8699,** চ্যাসিস নং **MA3BNC72SRD785026,** ইঞ্জিন নং **K15CN9484590,** তৈরির বছর ২০২৪

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্ক https://BAANKNET.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।
খ) আগ্রহী বিডারদের নিলামের তারিখের আগেই তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.comé-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ০২.১০.২০২৬, স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

## দ্য করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. (Karur Vysya Bank — Smart way to bank)

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ-কলকাতা
২, এন এস রোড, বিপরীতে : ইস্টার্ন রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, যোগাযোগ নং ৬৩৮২৩৭৩৬৮২
ইমেইল : head.arbkolkata@kvb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ২৮.১০.২০২৬ তারিখে ই-নিলাম

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল [illegible]

[illegible]

তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
দ্য করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

## সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

**মূল স্বত্ব দলিল হারানো**

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এ.ডি.এস.আর. আলিপুর অফিসে নিবন্ধিত, ১ নম্বর বুক, ২৪ নং সিডি ভলিউম, ৪৪২৬ থেকে ৪৪৫৬ নম্বর পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা ২০১৪ সালের ০৫৮৮৪ নং মূল বিক্রয় দলিলটি এর মালিক শ্রী দেবব্রত দে এবং শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দে দাশগুপ্ত-এর কাছ থেকে হারিয়ে বা স্থানচ্যুত হয়ে গেছে।
উক্ত শ্রী দেবব্রত দে এবং শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দে দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এ.ডি.এস.আর. আলিপুরে নিবন্ধিত, ১ নম্বর বুক, ২৪ নং সিডি ভলিউম, ৪৪২৬ থেকে ৪৪৫৬ নম্বর পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা উপরিউক্ত ২০১৪ সালের ০৫৮৮৪ নং দলিলের মাধ্যমে কলকাতা - ৭০০০৮৪, ১১২ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে, থানা রিজেন্ট পার্ক বর্তমানে বাঁশদ্রোণী, ৫৩৩ নং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রেমিসেস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, বিধান পল্লিতে অবস্থিত প্রায় ৭৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ক্রয় করেছিলেন।
উক্ত মূল দলিলটি হারানোর বিষয়ে শ্রী দেবব্রত দে গত ২৬.০৮.২০১৯ তারিখে বাঁশদ্রোণী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন, যার জি.ডি.ই. নং ১৬৩৭।
পরবর্তীতে, উক্ত মালিকরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা, এ.আর.এ.-৩-এর কার্যালয়, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স অফিসে নিবন্ধিত, ১ নম্বর বুক, ১৯০৩-২০২১ নং ভলিউম, ৩৯৩৭৩৩ থেকে ৩৯৩৭৭২ নম্বর পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা ২০২১ সালের ১৯০৩০৮৭৭৬ নং বন্ধকী দলিল দখল ব্যতীত সম্পাদনের মাধ্যমে ইউকো ব্যাঙ্ক, ইকোটিপি শাখার কাছে উপরিউক্ত সম্পত্তিটি বন্ধক রেখেছেন।
যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূল স্বত্ব দলিলটি খুঁজে পান বা তার কাছে থাকে, অথবা এই বিষয়ে কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব বা আপত্তি থাকে, তবে তাকে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার বা তার কাছে হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

**ইউকো ব্যাঙ্ক**
**ইকোটিপি শাখা**

## কেন্দ্রীয় সরকারের সমক্ষে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-১

লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৩) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলস, ২০০৯-এর রুল ১৭-এর বিষয়ে
লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর সেকশন ১৩ (৩) এর বিষয়ে
এবং
**মেসার্স অল্টম্যান পাওয়ার এলএলপি,**
যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৪, সন্তোষপুর, ওয়েস্ট রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, সন্তোষপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৫-এ অবস্থিত, এর বিষয়ে
.....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, এলএলপি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮-এর সেকশন ১৩ (৩)-এর অধীনে **রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-১**-এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব দিয়েছে, যার মাধ্যমে এলএলপি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "**পশ্চিমবঙ্গ**" রাজ্য থেকে "**ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি**"-তে পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়েছে।
এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে এমন যেকোনো ব্যক্তি এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে **রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা-১ এবং রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি-১**-এর কাছে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি ব্যক্তিগতভাবে জমা দিতে বা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করতে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী এলএলপি-র উপরিউক্ত ঠিকানায় নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

অল্টম্যান পাওয়ার এলএলপি-র পক্ষে
স্বা/-
শরদ মাহেশ্বরী
ডেজিগনেটেড পার্টনার
তারিখ : ০১.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

## এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

৬ষ্ঠ ফ্লোর, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি @ ৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর-ফাইভ, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১ CIN - L65921WB1989PLC047091
ইমেল : npr1@nprfinance.com ফোন নং- ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০
ওয়েবসাইট : www.nprfinance.com

**ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো**

৩০/০১/২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুযায়ী, ০১/০৪/২০১৯-এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
বিশেষ উইন্ডোটি সেইসব হস্তান্তর অনুরোধের জন্যও উপলব্ধ থাকবে যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়া বা অন্য কোনো কারণে ঘাটতির জন্য প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/অমীমাংসিত ছিল।
এইভাবে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরগ্রহীতাকে ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ এক বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে, উক্ত লক-ইন পিরিয়ডের মধ্যে এই ধরনের সিকিউরিটিজগুলি হস্তান্তর/লিয়েন-চিহ্নিত/বন্ধক রাখা যাবে না।
এই বিশেষ উইন্ডোটি **০৫/০২/২০২৬ থেকে ০৪/০২/২০২৭ পর্যন্ত** এক বছর মেয়াদের জন্য খোলা থাকবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের হস্তান্তরের অনুরোধ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির আরটিএ - মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০০১৭ (যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেইল nichetechpl@nichetechpl.com, **ওয়েবসাইট** : www.nichetechpl.com) ঠিকানায়, অথবা আরও সহায়তার জন্য উপরোক্ত উল্লেখিত সময়ের মধ্যে investors@nprfinance.com-এ কোম্পানির কাছে জমা দিতে পারেন।
উপরে উল্লিখিত সেবি সার্কুলারের বিশদ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com)-এ উপলব্ধ।

বোর্ডের আদেশানুসারে
রিতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং F10291
**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ০২/১০/২০২৬**

## ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Bank of India BOI — Relationship beyond banking)

কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

অ্যানেক্সচার এফ
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ**-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **২০.০৭.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা শ্রীমতী রীতা সাউ এবং সিকান্দার প্রসাদ সাউ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লেখিত **৬৪,৯৯,৩৯৪.২৫ টাকা (চৌষট্টি লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা এবং পঁচিশ পয়সা)** পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে **তা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চের ৬৪,৯৯,৩৯৪.২৫ টাকা এবং ২০.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।**
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

শ্রীমতী রীতা সাউ-এর মালিকানাধীন I-3374/2019 নং বিক্রয় দলিল অনুযায়ী, হুগলি জেলায়, থানা এবং এ.ডি.এস.আর. - হরিপাল, পঞ্চায়েত-হরিপাল আশুতোষ গ্রামের অধীনে, ২৮৭ এল.আর. দাগ নং এবং ১৩৮৪ আর.এস. খতিয়ান নং, ৭৮ আর.এস. নং, ৭২ জে.এল. নং, মৌজা খামারচণ্ডীতে অবস্থিত একটি ২ তলা বাড়ি সহ কমবেশি ৪.২৩৫ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমি নিয়ে গঠিত আবাসিক সম্পত্তির ইক্যুইটেবল মর্টগেজ। **উক্ত জমির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে :** ৮৩৮ দাগ নং-এর সম্পত্তি দ্বারা; **দক্ষিণে :** ৩০১ দাগ নং-এর সম্পত্তি দ্বারা; **পূর্বে :** ৫ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ এবং ২৮৬ দাগ নং-এর সম্পত্তি দ্বারা; **পশ্চিমে :** ২৮৮ দাগ নং-এর সম্পত্তি দ্বারা।

**তারিখ :২৯.০৯.২০২৬**
**স্থান : কলকাতা**
**স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

## ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Bank of India BOI — Relationship beyond banking)

মৌলালি ব্রাঞ্চ
৮১/২, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৪

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মৌলালি ব্রাঞ্চ**-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট [illegible]

[illegible]

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

[illegible]

তারিখ : ৩০.০৯.২০২৬
স্থান : নিউ টাউন
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মৌলালি ব্রাঞ্চ

**কেনারা ব্যাংক Canara Bank** Syndicate

**অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ**
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর
কলকাতা-৭০০ ০১৬

**ই-নিলাম তারিখ ১৭.১০.২০২৬**

এতদ্বারা এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখলে নেওয়া হয়েছে, তা নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে: নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলীতে নীচে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে অফারগুলি আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

| ক | খ | গ | ঘ | ঙ |
|---|---|---|---|---|
| ক্র. নং | ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা<br>খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা | ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ)<br>খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ<br>গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ | সম্পত্তির বিশদ বিবরণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি<br>গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ<br>ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস<br>ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট |
| ১. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) মেসার্স সূর্য বিল্ডার্স অ্যান্ড পিভিসি ম্যানুফ্যাকচারিং কো. (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: শ্রী সমিত বসাক** গ্রাম- বাদশাঁকৈড়, পোঃ- বনিয়ল, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১৫৮<br>**খ) মেসার্স ন্যাশনাল নার্সারি অ্যান্ড হর্টিকালচার ফার্ম (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: শ্রী সমিত বসাক** পোঃ- বনিয়ল, গ্রাম- বাদশাঁকৈড়, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১২৭<br>**গ) সমিত বসাক (প্রোপ্রাইটর/বন্ধকদাতা)** গ্রাম বাদশাঁকৈড় বনিয়ল, বাদশাঁকৈড়, থানা তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৭।<br>**ঘ) শ্রীমতী রুপা বসাক (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- সমিত বসাক গ্রাম বাদশাঁকৈড় বনিয়ল, বাদশাঁকৈড়, থানা তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৭। | **ক) ১,৬৪,৮৫,১৯৭.৩১ টাকা (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঁচাশি হাজার একশো সাতানব্বই টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ১৮.০৩.২০২৬**<br>**গ) ০৯.০৬.২০২৬** | ১. **সম্পত্তি ১: শ্রী সমিৎ বসাকের নামে** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, থানা তপনের মধ্যে, গ্রাম বাদশাঁকৈড়, ৩২ আরএস এবং এলআর প্লট নং, সাবেকি ১১৬ বর্তমানে এল.আর. ২৬৯ খতিয়ান নং, ৪৬ জে.এল. নং, মৌজা কাঞ্জিয়ালশির অধীনে প্রায় ২০ ডেসিমেল পরিমাপের একতলা শেড ভবন এবং জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - বিক্রেতার জমি, দক্ষিণে - ১২ ফুট চওড়া পাকা জেলা পরিষদ রাস্তা, পূর্বে পিনাকী বসাকের জমি, পশ্চিমে - প্রসেনজিৎ বসাকের জমি।<br>২. **সম্পত্তি-২: শ্রী সমিৎ বসাকের নামে** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, থানা তপনের মধ্যে, গ্রাম বাদশাঁকৈড়, আর.এস. ২৭৫ এবং এল.আর. ৩৩৮ প্লট নং, ৪০৮ খতিয়ান নং, ১১৭ জে.এল. নং, মৌজা বাদশাঁকৈড়ের অধীনে প্রায় ১০ ডেসিমেল পরিমাপের দোতলা ভবন এবং জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - নিশীথ ঘোষের জমি, দক্ষিণে - সুকমল বণিক এবং অন্যদের জমি, পূর্বে - সমিৎ বসাকের জমি, পশ্চিমে - জেলা পরিষদ রোড।<br>৩. **সম্পত্তি-৩: শ্রী সমিৎ বসাকের নামে** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, থানা তপনের মধ্যে, গ্রাম বাদশাঁকৈড়, ১৬৫ হাল এল.আর. প্লট নং এবং ১৬৫ আর.এস. প্লট নং, সাবেকি ২৫৬ বর্তমানে এল.আর. ২৫৬/৫ খতিয়ান নং, ১১৭ জে.এল. নং, মৌজা বাদশাঁকৈড়ের অধীনে প্রায় ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জি+২ তলা ভবন এবং জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - আকুল কৃষ্ণ বসাক এবং অনুপ কৃষ্ণ বসাকের জমি, দক্ষিণে - পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে - পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিমে - পুকুর।<br>**(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলে রয়েছে)** | **ক) I. ২৯,০০,০০০.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র)<br>**II. ৫৩,৯৫,০০০.০০ টাকা** (তিপ্পান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র)<br>**III. ৯৩,৬৮,০০০.০০ টাকা** (তিরানব্বই লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) I. ২,৯০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)<br>**II. ৫,৩৯,৫০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)<br>**III. ৯,৩৬,৮০০.০০ টাকা** (নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশো টাকা মাত্র)<br>**গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা, (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ইএমডি পরিমাণ:**<br>**i. ২,৯০,০০০.০০ টাকা**<br>**ii. ৫,৩৯,৫০০.০০ টাকা এবং**<br>**iii. ৯,৩৬,৮০০.০০ টাকা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ২. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) সমিত বসাক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** গ্রাম বাদশাঁকৈড় বনিয়ল, বাদশাঁকৈড়, থানা তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৭।<br>**খ) শ্রীমতী রুপা বসাক (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- সমিত বসাক গ্রাম বাদশাঁকৈড় বনিয়ল, বাদশাঁকৈড়, থানা তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৭।<br>**গ) মেসার্স সূর্য বিল্ডার্স অ্যান্ড পিভিসি ম্যানুফ্যাকচারিং কো. (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর: শ্রী সমিত বসাক** গ্রাম- বাদশাঁকৈড়, পোঃ- বনিয়ল, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১৫৮<br>**ঘ) মেসার্স ন্যাশনাল নার্সারি অ্যান্ড হর্টিকালচার ফার্ম (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: শ্রী সমিত বসাক** পোঃ- বনিয়ল, গ্রাম- বাদশাঁকৈড়, থানা- তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩১২৭ | **ক) ৮৪,১২,৩৫৫.৫২ টাকা (চুরাশি লক্ষ বারো হাজার তিনশো পঞ্চান্ন টাকা এবং বায়ান্ন পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ১৮.০৩.২০২৬**<br>**গ) ০৯.০৬.২০২৬** | **শ্রী সমিৎ বসাকের নামে** দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, থানা- বালুরঘাট, ১১০ জে.এল. নং, সাবেকি ২৮২২, ৮৫৬০ বর্তমানে এল.আর. ১১২০৩, ১১২০৪ এবং ১১৪৮৪ খতিয়ান নং, সাবেকি ৬০ বর্তমানে এল.আর. হাল ২৬৮ প্লট নং, মৌজা খাদিমনগরের অধীনে প্রায় ০.০৩৭৭ একর পরিমাপের ভবন এবং জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - ৩০ ফুট চওড়া পথ, দক্ষিণে - অনামিকা কুন্ডুর জমি, পূর্বে - ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যালিটি রোড, পশ্চিমে - প্রয়াত হিমাদ্রি দে-র জমি।<br>**(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলে রয়েছে)** | **ক) ৭২,০০,০০০.০০ টাকা** (বাহাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র)<br>**খ) ৭,২০,০০০.০০ টাকা** (সাত লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)<br>**গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ৭,২০,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ৩. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) মেসার্স সাভেরা টেক্সটাইল (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: শ্রী মহেন্দ্র কুমার বাঁকা** ভি৮০, এস. এ. ফারুক রোড, বটতলা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০১৮<br>**খ) শ্রী মহেন্দ্র কুমার বাঁকা (প্রোপ্রাইটর/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী মালি রাম বাঁকা, সিডব্লিউ- ১/১৬/৫এ, রবীন্দ্র নগর, পোঃ- বটতলা, থানা- রবীন্দ্র নগর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০১৮<br>**গ) শ্রী জীতেন্দ্র কুমার বাঁকা (গ্যারান্টার)** পিতা শ্রী মহেন্দ্র কুমার বাঁকা, সিডব্লিউ- ১/১৬/৫এ, রবীন্দ্র নগর, পোঃ- বটতলা, থানা- রবীন্দ্র নগর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০১৮ | **ক) ১,৬৩,৫৩,২০০.৯১ টাকা (এক কোটি তেষট্টি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ২৫.০২.২০২৬**<br>**গ) ২৭.০৫.২০২৬** | উক্ত চিহ্নিত সর্বপ্রকারখণ্ড জমি, যাহার মোট পরিমাপ ২ (দুই) কাঠা ৮ (আট) ছটাক বা ৪.১২৫ (চার দশমিক এক দুই পাঁচ) শতক ডাঙ্গা জমি, সমেত মোট ২৮৩৮ বর্গফুট পরিমাপের দ্বিতল আবাসিক বাড়ি যাহার মধ্যে রয়েছে ভূ-তলে ১৩১২ বর্গফুট আয়তনের পাকা মেঝে ও পাকা ছাদযুক্ত আবাসিক বাড়ি এবং প্রথম তলে ১৫২৬ বর্গফুট আয়তনের পাকা মেঝে ও পাকা ছাদযুক্ত আবাসিক বাড়ি;উক্ত সম্পত্তি মৌজা আঁকড়া, জে. এল. নং ১, এল. আর. খতিয়ান নং ১১৮, আর. এস. ও এল. আর. দাগ নং ২৬২ -এর অন্তর্ভুক্ত; যাহা মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ৭, হোল্ডিং নং C6-41/1/New, রবীন্দ্র নগর রোড, থানা রবীন্দ্রনগর, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় বেহালা, জেলা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা-য় অবস্থিত এবং **যাহা শ্রী মহেন্দ্র কুমার-এর নামে নথিবদ্ধ।উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে: অপরের জমি, দক্ষিণে: প্লট নং C/100 পূর্বে: ২০ ফুট প্রশস্ত রবীন্দ্র নগর রোডপশ্চিমে: প্লট নং C/101<br>**(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)** | **ক) ৯৮,৫৬,০০০.০০ টাকা** (আটানব্বই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ৯,৮৫,৬০০.০০ টাকা** (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শো টাকা মাত্র)<br>**গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ৯,৮৫,৬০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ৪. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) শ্রী তাপস কুমার খাটুয়া (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** পিতা- রতন খাটুয়া, গ্রাম/ডাকঘর- করক ডাকঘর কল্যাণপুর, থানা নন্দকুমার, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৬৩২<br>**খ) শ্রীমতী ভবানী খাটুয়া (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী তাপস কুমার খাটুয়া, গ্রাম/ডাকঘর করক ডাকঘর কল্যাণপুর, থানা- নন্দকুমার, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৩২<br>**গ) শ্রী সৈকত কুমার খাটুয়া (সহ-ঋণগ্রহীতা),** পিতা- তাপস কুমার খাটুয়া গ্রাম/ডাকঘর- করক ডাকঘর কল্যাণপুর, থানা নন্দকুমার, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬৩২ | **ক) ৩০,৫২,৮৮৫.৬৮ টাকা (ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশো পঁচাশি টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ১৭.০৩.২০২৬**<br>**গ) ২১.০৫.২০২৬** | উক্ত চিহ্নিত সর্বপ্রকারখণ্ড সম্পত্তি, যাহা জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, মৌজা- কারক, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় - মহিষাদল, থানা- নন্দকুমার, জে. এল. নং ১২৬, এল. আর. খতিয়ান নং ২১৪, কল্যাণপুর দাগ নং ৩৪৩, আর. এস. দাগ নং ১৪০৯ -এর অন্তর্ভুক্ত; যাহার জমির মোট পরিমাণ ৫.৫০ শতক এবং ভূমির শ্রেণি 'বাস্তু'; যাহা **১৯৬৮ সালের ৮০০১ নম্বর দলিল মূলে তাপস কুমার খাটুয়া -র নামে নথিবদ্ধ।উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তরে: প্লট নং ৩৪২, দক্ষিণে: তাপস কুমার খাটুয়ার সম্পত্তি, পূর্বে: বাদল খাটুয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে: নারায়ণ খাটুয়ার সম্পত্তি<br>**(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)** | **ক) ৩৬,৬৩,০০০.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ৩,৬৬,৩০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ছেষট্টি হাজার তিনশো টাকা মাত্র)<br>**গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ৩,৬৬,৩০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ৫. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) শ্রী প্রসেনজিৎ মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** পিতা শ্রী গোপাল মন্ডল, গ্রাম কাদা আকন্দকেশরী, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১৩৫।<br>**এছাড়াও** শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৪র্থ ফ্লোর, খ্রিস্টান পাড়া বাই লেন, কৃষ্ণপুর, থানা- বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০১০২।<br>**খ) শ্রীমতী রিয়া মন্ডল (রায়)** স্বামী- শ্রী প্রসেনজিৎ মন্ডল, গ্রাম কাদা আকন্দকেশরী, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১৩৫।<br>**এছাড়া** শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৪র্থ ফ্লোর, খ্রিস্টান পাড়া বাই লেন, কৃষ্ণপুর, থানা- বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০১০২। | **ক) ৩৩,৫৪,৬৮৫.১৫ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয়শো পঁচাশি টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ২৭.১২.২০২২**<br>**গ) ১৪.০৩.২০২৩** | উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, খ্রিস্টান পাড়া বাই লেন, থানা বাগুইআটি-র মধ্যে, পূর্বে রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে, ১৭ জেএল নং, মৌজা কৃষ্ণপুরে অবস্থিত, ১১৫ আর.এস খতিয়ান নং-এর সাথে সম্পর্কিত ৩২৯ সি.এস খতিয়ান নং-এর অধীনে ৪২৩৪ আর.এস দাগ নং-এর সাথে সম্পর্কিত ৫৯২৫ সি.এস দাগ নং-এর অন্তর্ভুক্ত কমবেশি ৩ কাঠা ১১ ছটাক ৩৪ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট নামক ভবনে ১টি ব্যালকনি এবং ২টি টয়লেট, ১টি খোলা রান্নাঘর ডাইনিং, ২টি বেডরুম নিয়ে গঠিত কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের ৪র্থ ফ্লোরে "৪সি" নং আবাসিক ফ্ল্যাট। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: ৪২৩৪ আর.এস দাগ নং-এর অংশ; দক্ষিণে: ৪ ফুট-০ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ প্যাসেজ; পূর্বে: ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিমে: ৪ ফুট - ০ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ প্যাসেজ।<br>**(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)** | **ক) ২৪,৫০,০০০.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ২,৪৫,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ২,৪৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ৬. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) মেসার্স ডি.জি. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা),** ৫/৮, এ. কে. পাল রোড, কলকাতা-৭০০০৩৪।<br>**খ) শ্রী সৌমেন্দু সেন (অংশীদার/গ্যারান্টার),** ফ্ল্যাট নং ই২, ৪র্থ ফ্লোর, শিবম টাওয়ার, জয়রামপুর, কলকাতা - ৭০০০৬০।<br>**গ) শ্রী অনুপ রায় (অংশীদার/গ্যারান্টার)** পিতা শ্রী গুরুপদ রায়, ২২, কালী প্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিট, থানা শ্যামপুকুর, বাগ বাজার, কলকাতা-৭০০০৩। | **ক) ৫১,৭৪,৬৮৫.৮৭ টাকা (একান্ন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শো পঁচাশি টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ২৯.১০.২০২৫**<br>**গ) ০৫.০২.২০২৬** | উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, কাশীপুর দমদম অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধীনে বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারের মধ্যে, ১৮৬, বারুইপাড়া লেন, কলকাতা ৭০০০৩৫ প্রাঙ্গণ নং-এ, ৫ আর.এস.নং, ৬ জে.এল. নং, যথাক্রমে ২২৯ এবং ১৬৬৪ খতিয়ান নং-এর অধীনে, ১৪১৩, ১৪১৪ দাগ নং-এ, ২০ নম্বর ওয়ার্ড, ৬৫৬ হোল্ডিং নং, মৌজা বনহুগলিতে অবস্থিত কমবেশি ১২ বারো কাঠা ১৩ তেরো ছটাক ৯ নয় বর্গফুট এলাকার জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে হলিকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট নামক উক্ত চার তলা ভবনের ১ম ফ্লোরের দক্ষিণ দিকে ১টি রান্নাঘর ইত্যাদি, ১টি ব্যালকনি, ২টি বাথরুম কাম প্রিভি, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ২টি বেডরুম নিয়ে গঠিত কমবেশি ৭০৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের 'সি' ব্লকে ৪ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট। **জমির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে - বারুইপুর লেন মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা, দক্ষিণে - প্রয়াত মালতী চৌধুরী এবং বাবু চৌধুরীর জমি ও ভবন দ্বারা, পূর্বে- পুষ্কর চন্দ্র আওন এবং কুমার আওনের জমি ও ভবন দ্বারা, পশ্চিমে - সুশীল নন্দী এবং অন্যদের জমি ও ভবন এবং দ্বিজেন ভৌমিক এবং অন্যদের জমি ও ভবন দ্বারা। ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে - সাধারণ করিডোর সিঁড়ি এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট দ্বারা, দক্ষিণে - খোলা আকাশ, পূর্বে - খোলা আকাশ, পশ্চিমে - খোলা আকাশ।<br>**(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে)** | **ক) ২১,৬৪,০০০.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র)<br>**খ) ২,১৬,৪০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ ষোলো হাজার চারশো টাকা মাত্র)<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র)<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ২,১৬,৪০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ৭. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) মেসার্স আখতার এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ ফিরোজ আখতার,** পিতা প্রয়াত মোহাম্মদ ফজর আলী, গ্রাম/ডাকঘর আলিপুর, থানা কালিয়াচক, মালদহ, ইংলিশ বাজার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩২২০৬<br>**খ) শ্রী মোহাম্মদ ফিরোজ আখতার (স্বত্বাধিকারী),** পিতা প্রয়াত মোহাম্মদ ফজর আলী, গ্রাম/ডাকঘর আলিপুর, থানা কালিয়াচক, মালদহ, ইংলিশ বাজার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩২২০৬<br>**গ) শ্রী রাহুল ইসলাম (গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা)** পিতা খতিবুল্লা, রহিম হাজি পাড়া মোথাবাড়ি চক প্রতাপপুর, মালদহ, ইংলিশ বাজার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২২০৭ | **ক) ৪,১৮,২৬,২১৫.৪৬ টাকা (চার কোটি আঠারো লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশো পনেরো টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ৩১.০৩.২০২৬**<br>**গ) ০৬.০৮.২০২৬** | **সম্পত্তি-১:** মালদহ, ইংলিশ বাজার মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, রবীন্দ্র এভিনিউ রাজমহল রোড, ০৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৩১৩২.৬৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ২৩২৪.৯০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়ার বাণিজ্যিক স্পেস "এ"-র কার্পেট এরিয়া ১৩০৪.৯০ বর্গফুট এবং বাণিজ্যিক স্পেস "বি"-র কার্পেট এরিয়া ১০২০ বর্গফুট ভবনের ২য় ফ্লোরে মেঝে টাইলস এবং নতুন ভবন লিফট সুবিধা উপলব্ধ বাণিজ্যিক স্পেস এবং এর সাথে সিঁড়ি, সাধারণ পরিষেবা এলাকা এবং সাধারণ প্যাসেজের আনুপাতিক অংশ এবং এর সাথে ৮.৯৭২৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের কমবেশি এবং এর সাথে প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার **সীমানা নিম্নরূপ: বাণিজ্যিক স্পেস "এ"-এর সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: রাজমহল রোড ৩০ ফুট চওড়া, দক্ষিণে: লিফট, লবি এবং সিঁড়ি। পূর্বে: ৫ ফুট চওড়া সাধারণ স্পেস, পশ্চিমে: ৫ ফুট চওড়া সাধারণ স্পেস। বাণিজ্যিক স্পেস "বি"-এর সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: লিফট, লবি এবং সিঁড়ি, দক্ষিণে: তুলসী চক্রবর্তীর বাড়ি, পূর্বে: ৫ ফুট সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে: ৫ ফুট সাধারণ প্যাসেজ।<br>**সম্পত্তি-২:** শ্রী রুহুল ইসলামের নামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, মালদহ জেলায়, থানা-মোথাবাড়ি, ১৯৪৫ এল.আর প্লট নং, ৩৩০ এল.আর খতিয়ান নং, ১৯৪৫ আর.এস প্লট নং, ২১ আর.এস খতিয়ান নং, ১২৭ জে.এল নং, মৌজা-মোথাবাড়িতে অবস্থিত ৫.৭৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: সালাম এবং গার্লস স্কুল, দক্ষিণে পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে: দিল মোহাম্মদ, পশ্চিমে: রুদ্দিন সেখ এবং অন্যান্য।<br>**(উভয় সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে)** | **ক) i. ৩,৫২,৮০,০০০.০০ টাকা (তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)**<br>**ii. ৬৩,০০,০০০.০০ টাকা (তেষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র)**<br>**খ) i. ৩৫,২৮,০০০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র)**<br>**ii. ৬,৩০,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)**<br>**গ ১,০০,০০০.০০ টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ)** i. **৩৫,২৮,০০০.০০ টাকা এবং ii. ৬,৩০,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ৮. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) মেসার্স সাঁই তারা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী অনুরাধা চক্রবর্তী,** ৩৮/৩৫/১ মিশন কম্পাউন্ড, বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২০৪।<br>**খ) অনুরাধা চক্রবর্তী,** শান্তিনিকেতন রোড, মিশন কম্পাউন্ড, বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২০৪।<br>**গ) তাপসী চ্যাটার্জি,** স্বামী অতীশ চ্যাটার্জি, ২০/১ কান্দি জেল রোড, কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৩৭<br>**ঘ) অসীম চক্রবর্তী,** ৩৮/৩৫/১ মিশন কম্পাউন্ড, ডাকঘর-বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২০৪ | **ক) ৩৬,৯২,৭৬৯.৫০ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশো ঊনসত্তর টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ৩০.০৩.২০২৪**<br>**গ) ০৩.০৭.২০২৪** | তাপসী চ্যাটার্জির নামে মুর্শিদাবাদ জেলায়, ডাকঘর/ থানা- কান্দি, কান্দি মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ১৫ নম্বর ওয়ার্ড, ১৩৫৭ এলআর প্লট নং, ১১৪৭ আরএস প্লট নং, ১১২১ এলআর খতিয়ান নং, ৮৫ জেএল নং, মৌজা- রূপপুর, ২০/১ কান্দি জেল রোডে অবস্থিত ৬.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (প্রতীকী দখল) **সীমানা:** উত্তরে- ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণে হাই ড্রেন/খাল, পূর্বে - ননী গোপাল পাঠকের সম্পত্তি, পশ্চিমে - চন্দন চ্যাটার্জির সম্পত্তি।<br>**(গঠনমূলক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** | **ক) ৩১,৬০,০০০.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)**<br>**খ) ৩,১৬,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ষোলো হাজার টাকা মাত্র)**<br>**গ) ১০০০০/- টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ৩,১৬,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ৯. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) শ্রী সুকান্ত দাস,** পিতা নিত্যলাল দাস, ১৭৭ নং প্রাঙ্গণ, ফ্ল্যাট নং ২এ, ২য় ফ্লোর, রাজা রাম মোহন রায় রোড, ১২১ নম্বর ওয়ার্ড, থানা- বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০৮। **এছাড়াও** ১৭১/৪, রায় বাহাদুর রোড, বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩৪-এ | **ক) ৪৬,৩২,৫২৮.৫৩ টাকা (ছেচল্লিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশো আঠাশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ১৩.০১.২০২৩**<br>**গ) ২৬.০৪.২০২৩** | দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, কলকাতা-৭০০০০৮, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে, ১৭৭, রাজা রাম মোহন রায় রোড মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণ নং এবং এ.ডি.এস.আর. বেহালা এবং ডি.এস.আর. আলিপুর, থানা-বেহালা, ৭৪-৭৭, ৮২ তৌজি নং, ১৯২ আর.এস.নং, ১৩ জে.এল. নং, মৌজা-মুরাদপুর, ৯৫ আর.এস. খতিয়ান নং-এর অধীনে সমস্ত ৩১/৯২৮, ৩১/৯২৭ এবং ৩১ আর.এস. দাগ নং-এ অবস্থিত জমির আনুপাতিক অংশ সহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নিয়ে কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট এলাকার মার্বেল মেঝে সহ পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ২য় ফ্লোরে "২এ নং ফ্ল্যাট" আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: ১৪ ফুট চওড়া কলকাতা মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা, দক্ষিণে: আংশিকভাবে দুলাল সরকারের সম্পত্তি এবং আংশিকভাবে ফণী ভূষণ সরকারের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে: আংশিকভাবে অজিত সরকারের সম্পত্তি এবং আংশিকভাবে ৩১/৯২৮ আর.এস. দাগ নং-এর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে: আংশিকভাবে অন্যদের সম্পত্তি এবং আংশিকভাবে ৬ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা।<br>**(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** | **ক) ২৮,৫০,০০০.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)**<br>**খ) ২,৮৫,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র)**<br>**গ) ১০০০০/- টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ২,৮৫,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ১০. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) মেসার্স জেডজেএমটি বিশ্বাস কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- মোঃ টিঙ্কুর রহমান,** ডাকঘর মোথাবাড়ি, গ্রাম কিশোরপুর, থানা কালিয়াচক, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২২০৭।<br>**খ) মোঃ টিঙ্কুর রহমান,** পিতা মোঃ খলিলুর রহমান, গ্রাম মোথাবাড়ি, পূর্ব হোসেনাবাদ, থানা- কালিয়াচক, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২২০৭। | **ক) ১৮,৩৪,১০৬.৮১ টাকা (আঠারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশো ছয় টাকা এবং একআশি পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ০২.০৪.২০২৫**<br>**গ) ১৮.০৬.২০২৫** | **মোঃ টিঙ্কুর রহমানের নামে** মালদহ জেলায়, থানা কালিয়াচকের মধ্যে, ১৭০৫ নতুন, ৩২৮ পুরানো এলআর, ৪৮ আরএস খতিয়ান নং, ৯৩৪ ৩.০০ ডেসিমেল এবং ৯৩২ ২.০০ ডেসিমেল এলআর প্লট নং, ১২৮ জে.এল নং, মৌজা- পূর্ব হোসেনাবাদের অধীনে প্রায় ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে মোঃ খলিলুর রহমানের বাড়ি, দক্ষিণে: মসিদুর রহমান, পূর্বে: বিশু সেখ, পশ্চিমে ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা।<br>**(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** | **ক) ৩৪,৬০,০০০.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)**<br>**খ) ৩,৪৬,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)**<br>**গ) ৫০,০০০.০০ টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ৩,৪৬,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ১১. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) মেসার্স ওয়াটেরিয়া এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা),** ৩২/২ গড়িয়াহাট রোড, দক্ষিণ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩১। **এছাড়াও** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, ডাকঘর আষুটি, থানা মহেশতলা, মৌজা সোনামুখী, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪১-এ।<br>**খ) সাইবুল রায় চৌধুরী (অংশীদার/গ্যারান্টার),** ফ্ল্যাট নং এফ-১৫ করয়া আবাসন, ৯৮, করয়া রোড বেকবাগান, বালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৯।<br>**গ) শিবাঙ্গী রায় চৌধুরী (অংশীদার/গ্যারান্টার),** পিতা সাইবুল রায় চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং এফ-১৫ করয়া আবাসন, ৯৮, করয়া রোড বেকবাগান, বালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৯। | **ক) ৭২,৪৯,২০১.৮১ টাকা (বাহাত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশো এক টাকা এবং একআশি পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ০৬.০৪.২০২৬**<br>**গ) ১৬.০৭.২০২৬** | **প্রয়াত সোমা দে এবং সাইবুল রায় চৌধুরীর (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল:- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, থানা মহেশতলা, মৌজা সোনামুখীতে অবস্থিত ২৩ এল. আর. খতিয়ান নং, ৩৪ জে. এল. নং, ১২৬ দাগ নং-এ ১ কাঠা ১০ ছটাক সহ কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের কারখানার জমি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, থানা মহেশতলা, মৌজা সোনামুখীতে আষুটি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫৩১ এল. আর. খতিয়ান নং, ৩৪ জে. এল. নং, ১২৫ দাগ নং-এ ১৪ ছটাক সহ সাধারণ প্যাসেজ এবং সাধারণ ইজমেন্ট অধিকারের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর সাথে এর উপর নির্মিত আংশিক সিজিআই এবং আংশিক আর.সি.সি. ফ্রেমযুক্ত দোতলা বাণিজ্যিক ভবন। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: শ্রী সুদীপ কুমার হীরা এবং শ্রীমতী রত্না হীরার সম্পত্তি। দক্ষিণে: নিশা জয়সওয়ালের সম্পত্তি পূর্বে: ২০ ফুট সাধারণ প্যাসেজ। পশ্চিমে: অজিত মন্ডলের সম্পত্তি।<br>**(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** | **ক) ৩৪,৭০,০০০.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র)**<br>**খ) ৩,৪৭,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)**<br>**গ) ৫০,০০০.০০ টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ৩,৪৭,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ১২. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) শ্রী তন্ময় বর্মন (ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্রী প্রণবেশ বর্মন, গ্রাম নারিকেলদহ, ডাকঘর আসনান, থানা ময়না, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর- ৭২১৬৪২।<br>**খ) শ্রী তরুণ মাল,** গ্রাম বলভদ্র চক, ডাকঘর আড়ংকিয়ানা, থানা ময়না, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর- ৭২১৬৪২ | **ক) ৭৯,৩৪,৮৩৬.৬৫ টাকা (উনআশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে আরও অতিরিক্ত সুদ।<br>**খ) ০৪.০২.২০২২**<br>**গ) ৩১.০৫.২০২২** | পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, নারিকেলদহ, থানা ময়না, ১৫৫৬ এবং ১৮০২ এলআর খতিয়ান নং, ২৪৯ জেএল নং, ২৬৩৫ এবং ১৮০৪ দাগ নং-এ অবস্থিত জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা নিম্নরূপ-** উত্তরে: শ্রী দিনেশ বর্মনের পুকুর দ্বারা। দক্ষিণে: শ্রী ভবেশ বর্মনের একতলা ভবন দ্বারা। পূর্বে: গ্রামের রাস্তা দ্বারা। পশ্চিমে: শ্রী প্রণবেশ বর্মন এবং রোহিনী রঞ্জন দাসের খালি জমি দ্বারা।<br>**(প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** | **ক) ১০,০০,০০০.০০ টাকা (দশ লক্ষ টাকা মাত্র)**<br>**খ) ১,০০,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ টাকা মাত্র)**<br>**গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ১,০০,০০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |
| ১৩. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা**<br>**ক) শ্রী অমৃতা সরকার,** পিতা অসিৎ লাল সরকার ৬৫, রবীন্দ্র সরণি, ওয়্যারলেস গেট, ডাকঘর রবীন্দ্র নগর, থানা দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫ | **ক) ৩৩,৯২,৭০২.৩২ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশো দুই টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ ৩১.০১.২০২৫**<br>**গ ০৯.০৪.২০২৫** | উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, থানা দমদম, মৌজা-দিঘলায় অবস্থিত জি+৪ তলা ভবন সহ কমবেশি ৩ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমিতে আনুপাতিক অংশ এবং / বা স্বার্থের সাথে এ.ডি.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদমের মধ্যে, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ৫ নম্বর ওয়ার্ড, সুভাষ নগর ২ বাই লেন, ৪৪ নং প্রাঙ্গণ, ৪৭ হোল্ডিং নং, ২২১৬ খতিয়ান নং, ১৭২ তৌজি নং, ১৬১ আর.এস. নং, ১৮ জে.এল. নং, এ.ডি.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদমের মধ্যে, এল.আর. ২১৭৬ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং, ১৭৮০, ১৭৮১ আর.এস. খতিয়ান নং-এ অবস্থিত উক্ত ভবনের ২টি ব্যালকনি এবং ২টি টয়লেট, ১টি রান্নাঘর, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, ২টি বেডরুম নিয়ে গঠিত কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পূর্ব উত্তর পশ্চিম দিকে ৪র্থ ফ্লোরে ৪০১ নং একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এর সাথে সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার ও এর সাথে যুক্ত সমস্ত অধিকার। **সীমানা নিম্নরূপ:** সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে: সুভাষ নগর ২য় বাই লেন, পূর্বে: ২১৭৬ দাগ নং, দক্ষিণে: ৮ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে: ২১৭৬ দাগ নং।<br>**(গঠনমূলক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি)** | **ক) ২২,১৫,০০০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র)**<br>**খ) ২,২১,৫০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)**<br>**গ) গ) ১০,০০০/- টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪**<br>**ঙ) ২,২১,৫০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে।** |

এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায়....

**৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল আফগানিস্তান:** কাবুল, ১ অক্টোবর মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে এই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৩। এনসিএস জানিয়েছে, ভারতীয় সময় সকাল ৬টা ৫৯ মিনিট ২০ সেকেন্ড নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল থেকে প্রায় ১৬৫ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১২৬ কিলোমিটার গভীরে (অক্ষাংশ ৩৫.৯৮১ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৬৮.৭০০ পূর্ব)। আচমকা কম্পন অনুভূত হতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় নেমে আসেন। তবে কম্পনের কেন্দ্র মাটির গভীরে হওয়ায় এখনও পর্যন্ত কোথাও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।


কেনরা বैंक Canara Bank — A Government of India Undertaking — সিন্ডিকেট Syndicate

**অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ**
**বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট,**
**৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৬**

**ই-অকশন তারিখ ১৭.১০.২০২৬**

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর্যায়ক্রম

| ক | খ | গ | ঘ | ঙ |
|---|---|---|---|---|
| ক্র. নং | ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা<br>খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা | ক) দায়বদ্ধতা বাকি সুদ সহ<br>খ) সেকশন ১৩ ২ অনুযায়ী ডিমান্ড নোটিশের তারিখ<br>গ) সেকশন ১৩ ৪ অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ | সম্পত্তির বিবরণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি<br>গ) ক্রমবর্ধমান বিড পরিমাণ<br>ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি শাখা এবং আঞ্চলিক কার্যালয়<br>ঙ) ইএমডি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট |
| ১৪. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬<br>**খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার-দের নাম ও ঠিকানা:**<br>**ক) মেসার্স পপুলার এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য,** গ্রাম ও ডাকঘর- চন্ডীদাস নানুর, নানুর, জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১৩০১।<br>**খ) শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য,** পিতা প্রয়াত সনাতন ভট্টাচার্য, বোলপুর, বিবেকানন্দ পল্লী, ডাকঘর বোলপুর, জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২০৪<br>**গ) শ্রীমতী অনুশ্রী ভট্টাচার্য,** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, বোলপুর, বিবেকানন্দ পল্লী, ডাকঘর বোলপুর, জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২০৪ | ক) **৭১,৩৯,৬৯৯.৪৫ টাকা (একাত্তর লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার ছয়শো নিরানব্বই টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ) ১২.১২.২০২৩**<br>**গ) ১৬.০৫.২০২৪** | **শ্রীমতী অনুশ্রী ভট্টাচার্যের নামে** বীরভূম জেলায়, থানা- বোলপুর, মৌজা- বোলপুরে, ৯৯ জে.এল. নং, ৩০৮ আর.এস. খতিয়ান নং, ১৩৮৭৮ এল.আর. খতিয়ান নং, ৫০১৯ আর.এস. প্লট নং, ৫৫৪০ এল.আর. প্লট নং-এ অবস্থিত ৬.৬৬ ডেসিমেল এলাকার জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** পূর্বে ১০ ফুট মিউনিসিপ্যালিটি রোড, পশ্চিমে টিঙ্কু বিশ্বাসের বাড়ি, উত্তরে ১০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যালিটি রোড, দক্ষিণে বংশীবদন বিশ্বাসের বাড়ি।<br>**প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তিগুলি** | **ক) ২৯,৯৫,০০০.০০ টাকা উনত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র**<br>**খ) ২,৯৯,৫০০.০০ টাকা দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র**<br>**গ) ৫০,০০০/- টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল **৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) BAANKNET.com https://baanknet.com/** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে **২,৯৯,৫০০.০০ টাকার** ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে। |
| ১৫. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬<br>**খ) (ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার)-দের নাম ও ঠিকানা:**<br>**ক. প্রয়াত ঋণগ্রহীতা তাজমেল হকের** সমস্ত আইনি উত্তরাধিকারী, প্রযত্নে হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর নাছেরপাড়া, বিলাসপুর, নাছেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫।<br>**খ) শ্রীমতী আয়েশা বিবি প্রয়াত ঋণগ্রহীতা তাজমেল হকের** আইনি উত্তরাধিকারী, স্বামী তাজমেল হক, প্রযত্নে হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫।<br>**গ) শ্রী ইলিয়াস কাঞ্চন প্রয়াত ঋণগ্রহীতা তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী, পিতা তাজমেল হক,** প্রযত্নে হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫।<br>**ঘ) শ্রী ওলিয়াস কাঞ্চন প্রয়াত ঋণগ্রহীতা তাজমেল হকের আইনি উত্তরাধিকারী, পিতা তাজমেল হক,** প্রযত্নে হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫।<br>**ঙ) শ্রী জুলিয়াস কাঞ্চন প্রয়াত ঋণগ্রহীতা তাজমেল হকের** আইনি উত্তরাধিকারী, পিতা তাজমেল হক, প্রযত্নে হারান আলী মন্ডল, কালীগঞ্জ বিলাসপুর, নাছেরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৫। | ক) **৪২,৮৮,৩৪৫.৮০ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ আঠাশ হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং আশি পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ ০৬.০১.২০২৬**<br>**গ ১৯.০৩.২০২৬** | **সম্পত্তি-১:** শ্রী তাজমেল হকের নামে মুর্শিদাবাদ জেলায়, থানা জলঙ্গী, সাদিখাঁরদিয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ১২৪৬ এলআর এল.আর. খাতা নং, ৪৫৪ আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং, ৩৮ জে.এল.নং, মৌজা-বিলাসপুর নাছেরপাড়ায় অবস্থিত প্রায় ২ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।<br>**সীমানা:** উত্তরে-দুলাল মন্ডলের খালি জমি, দক্ষিণে-রাস্তা, পূর্বে-রাস্তা, পশ্চিমে আবদুল কুদ্দুসের বাড়ি।<br>**সম্পত্তি-২:** শ্রী তাজমেল হকের নামে মুর্শিদাবাদ জেলায়, থানা জলঙ্গী, সাদিখাঁরদিয়াড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ১২৪৬ এলআর এল.আর. খাতা নং, ৪৫৪ আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং, ৩৮ জে.এল.নং, মৌজা-বিলাসপুর নাছেরপাড়ায় অবস্থিত প্রায় ২ ডেসিমেল পরিমাপের খালি জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা: উত্তরে-তোতন মন্ডলের বাড়ি,** দক্ষিণে-রাস্তা, পূর্বে -আসাদুল মন্ডলের বাড়ি, পশ্চিমে - জিতেন দাসের বাড়ি | **ক) i. ১৭,৫০,০০০.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)**<br>**ii. ৩,৪৫,০০০.০০ টাকা তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র**<br>**খ) i. ১,৭৫,০০০.০০ টাকা এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র**<br>**ii. ৩৪,৫০০.০০ টাকা চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র**<br>**গ) ১০,০০০/- টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল **৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) BAANKNET.com https://baanknet.com/** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে **i. ১,৭৫,০০০.০০** টাকা এবং **ii. ৩৪,৫০০.০০** টাকার ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে। |
| ১৬. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬<br>**খ) (ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার)-দের নাম ও ঠিকানা:**<br>**ক) মেসার্স জি এস মার্বেল, স্বত্বাধিকারী বিভূতি দাস,** মুড়াগাছা দোকানতলা, ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৮।<br>**খ) শ্রী বিভূতি দাস পিতা বলরাম দাস,** দিঘা দাস পাড়া, উত্তর দাস পাড়া, দত্তপুকুর পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৪৮। | ক) **৯২,৯৩,৫৮৬.৩৩ টাকা (বিরানব্বই লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো ছিয়াশি টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ ২২/০৬/২০২২**<br>**গ ২১/১০/২০২২** | উভয় সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীনে শ্রী বিভূতি দাসের ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা নামে কাশীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, থানা বারাসাত, ৪৩৪ এল.আর. খতিয়ান নং, ১৩৩ আর.এস. খতিয়ান নং, ১৩৩ সি.এস. খতিয়ান নং, ৮৩৬ দাগ নং, ১৪৬ তৌজি নং, ৯৪ জে.এল. নং, মৌজা দিঘায় অবস্থিত জি+১ তলা আবাসিক ভবন সহ প্রায় ২ কাঠা ৬ ছটাক পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: ৪ ফুট সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণে: ৮৭৩ দাগ নং-এর জমি, পূর্বে: শ্রী বিভূতি দাসের খাস জমি, পশ্চিমে: স্কিম ৮ নম্বর প্লটের জমি।<br>**ফিজিক্যাল দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি** | **ক) ২০,৫০,০০০.০০ টাকা কুড়ি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র**<br>**খ) ২,০৫,০০০.০০ টাকা দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র**<br>**গ) ১০,০০০/- টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল **৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) BAANKNET.com https://baanknet.com/** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে **২,০৫,০০০.০০** টাকার ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে। |
| ১৭. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬<br>**খ) (ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার)-দের নাম ও ঠিকানা:**<br>**ক) মেসার্স ব্যানার্জি কম্পিউটার শপ ঋণগ্রহীতা, প্রযত্নে শ্রী বিশাল ব্যানার্জি,** ঠিকানা- ধাবনী, বেলিয়াতোড়, জেলা-বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, পশ্চিমবঙ্গ।<br>**খ) শ্রী বিশাল ব্যানার্জি, স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা,** পিতা: শ্রী সঞ্জীব ব্যানার্জি, ঠিকানা- ধাবনী, বেলিয়াতোড়, জেলা-বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, পশ্চিমবঙ্গ। | ক) **৪৭,০০,৭০০.২৮ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ সাতশো টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ ২৭.১২.২০২২**<br>**গ ১৪.০৩.২০২৩** | **বিশাল ব্যানার্জির নামে** বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বাঁকুড়া জেলায়, থানা- বড়জোড়া, মৌজা-ধাবনী, ১২৮ জে.এল. নং, ৫৫০ এল.আর. খতিয়ান নং, ৫৩৪ আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং-এ অবস্থিত ৮ ডেসিমেল পরিমাপের ওই সমস্ত জমি এবং ভবন। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে-গ্রামের রাস্তা, দক্ষিণে-৫৩৪ পি নং প্লটের বাকি অংশ, পূর্বে-৫৩৫ নং প্লট, পশ্চিমে- ৫৩২ নং প্লটে বিশাল ব্যানার্জির জমি।<br>**প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি।** | **ক) ৭,৭০,০০০.০০ টাকা সাত লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র**<br>**খ) ৭৭,০০০.০০ টাকা সাতাত্তর হাজার টাকা মাত্র**<br>**গ) ১০,০০০.০০ টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল **৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) BAANKNET.com https://baanknet.com/** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে **৭৭,০০০.০০** টাকার ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে। |
| ১৮. | **ক) সিকিউরড ক্রেডিটর-এর নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০১৬<br>**খ) (ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার)-দের নাম ও ঠিকানা:**<br>**ক) শ্রী অরুণাভ ঘোষ, মেসার্স লক্ষ্মী গ্রুপস এবং মেসার্স লক্ষ্মী জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি-এর স্বত্বাধিকারী ঋণগ্রহীতা,** বর্ধমান রোড হিরো শোরুমের বিপরীতে, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৫। এছাড়াও উত্তরায়ণ ইউটিই ০২০২০৪ ডাকঘর মাটিগাড়া জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০১০-এ।<br>**খ) শ্রীমতী জয়শ্রী ঘোষ (গ্যারান্টার)** উত্তরায়ণ ইউটিই ০২০২০৪ ডাকঘর মাটিগাড়া জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০১০। | ক) **৭৫,৬৬,৬০৩.৪৩ টাকা (পঁচাত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয়শো তিন টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র)** সাথে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ থেকে এর উপর প্রযোজ্য আরও অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ।<br>**খ ১৬.০৮.২০২৩**<br>**গ ২৭.০৮.২০২৬** | শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে জলপাইগুড়ি জেলায়, ভক্তিনগর থানা, ১১ নং শিট, ২ জে.এল. নং, মৌজা ডাবগ্রাম, বৈকুণ্ঠপুর পরগনায় ৫৩ নং প্লট, ৪৬৯ খতিয়ান নং-এ রেকর্ড করা কাঠামো সহ প্রায় ২.৫ কাঠা বা ২.৮ ছটাক পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **মালিকের নাম শ্রী অরুণাভ ঘোষ। উক্ত জমির সীমানা নিম্নরূপ-** উত্তরে-২০ ফুট চওড়া পিচের রাস্তা, দক্ষিণে- অনিল পাসওয়ানের জমি, পূর্বে- মায়া বসাকের জমি, পশ্চিমে- অসিত সসমলের জমি।<br>**ফিজিক্যাল দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি।** | **ক) ৫৪,৫৮,০০০.০০ টাকা চুয়ান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র**<br>**খ) ৫,৪৫,৮০০.০০ টাকা পাঁচ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশো টাকা মাত্র**<br>**গ) ৫০,০০০.০০ টাকা**<br>**ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল **৯০৫১৮৮২৩৬৪**<br>**ঙ) BAANKNET.com https://baanknet.com/** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে পরিমাণ যোগ করে ৫,৪৫,৮০০.০০ টাকার ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে। |

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ১৭.১০.২০২৬ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি-র শেষ তারিখ: ১৬.১০.২০২৬ বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত**

**অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী:**

১. সম্পদগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** শর্তে বিক্রি করা হবে।
২. সম্পদটি সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, বিডার/ক্রেতাকে ক্রমবর্ধমান পরিমাণের সাথে বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী অর্থাৎ **BAANKNET.com https://baanknet.com/** এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে" হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারী **BAANKNET.com https://baanknet.com/** এর যোগাযোগের বিবরণ হলো যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেইল আইডি: **support. BAANKNET@psballiance.com।**
৬. সংশ্লিষ্ট শাখার আধিকারিকদের সাথে পরামর্শ করার পর **২৮.০৯.২০২৬ থেকে ০৯.১০.২০২৬ পর্যন্ত দুপুর ১২.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার** মধ্যে সম্পদগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৭. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ বিডারকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণা করার পরপরই বিক্রয় মূল্যের ২৫% আগে থেকে প্রদান করা ইএমডি সহ জমা করতে হবে এবং বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে, যদি সফল বিডার/ক্রেতা উপরিউক্ত বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে তার দ্বারা জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৮. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/হার/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/ বিবিধ খরচ/ সরকারি পাওনা/ যেকোনো কর্তৃপক্ষের পাওনা ইত্যাদি প্রযোজ্য অনুযায়ী সমস্ত চার্জ শুধুমাত্র সফল বিডার/ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
৯. এটি উপরিউক্ত লোনের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের উপরে উল্লেখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠানের বিষয়ে একটি নোটিশ, যদি তাদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১০. ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এতদ্বারা ই-অকশনের তারিখের আগে আপ টু ডেট সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় সহ উপরে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং বকেয়া থাকলে তা সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে।
১১. ব্যাঙ্কের কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই প্রাপ্ত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান বা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে।
১২. কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com**-এ আরও বিস্তারিত বিবরণ উপলব্ধ রয়েছে।

**স্থান: কলকাতা, তারিখ: ০২.১০.২০২৬**

**অনুমোদিত অফিসার, কানাড়া ব্যাঙ্ক**


# প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট: রাজনাথ

**নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর:** দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীদের মতো কাজ করা সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে নিঃশব্দে সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট। বৃহস্পতিবার দিল্লির ডিআরডিও ভবনে আয়োজিত ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ২৭৯-তম বার্ষিক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই বিভাগকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মূল 'মেরুদণ্ড' হিসেবে আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক ও সমন্বিত করার বার্তা দেন তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যখন সীমান্ত পাহারা ও দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে, তখন আপনাদের দল তাঁদের পেছনে এক বলিষ্ঠ শক্তির মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জওয়ানরা যাতে সঠিক সময়ে বেতন-ভাতা পান এবং পুরো সামরিক ব্যবস্থার নির্বিঘ্ন পরিচালনার জন্য যথাসময়ে সম্পদ ও তহবিল বরাদ্দ হয়, তা সুনিশ্চিত করেন আপনারা। ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট হলো সামগ্রিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক অদৃশ্য সংযোগসূত্র। মন্ত্রকের প্রায় প্রতিটি কাজই কোনো না কোনও ভাবে আপনাদের হাত দিয়ে সম্পন্ন হয়। এক অর্থে আপনারা আমাদের গোটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড।' প্রতিরক্ষা বাজেটের হিসাব-নিকাশকে আরও আধুনিক প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসার ডাক দিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, 'এখন আমাদের প্রথাগত 'অ্যানুয়াল রিভিউ অফ ব্যালেন্স বাজেটে'র (বার্ষিক বাজেট পর্যালোচনা) গণ্ডি ছাড়িয়ে 'এনি টাইম রিভিউ অফ ব্যালেন্স বাজেটে'র (যে কোনও মুহূর্তের বাজেট পর্যালোচনা) দিকে এগোতে হবে। যখন আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার কথা বলি, তার অর্থ আমাদের পরিকাঠামো এতটাই স্মার্ট হতে হবে যাতে যে কোনো দিন, যে কোনো মুহূর্তে আমরা প্রতিরক্ষা খাতের আর্থিক অবস্থানের স্পষ্ট চিত্র পেয়ে যাই।' সেনাবাহিনীর তিন শাখার মধ্যে চলমান সংযুক্তিকরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনাতেও একই সমন্বয়ের আহ্বান জানান তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এখন যখন আমরা সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যৌথতা ও সমন্বয়ের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি, তখন সেই নীতি ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টেও সমান ভাবে কার্যকর হওয়া উচিত। বর্তমান সময়ে সেনা, নৌ ও বায়ুসেনা যৌথ ভাবে এক ছাতার তলায় কাজ করছে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনাও যদি সম্পূর্ণ ভাবে সমন্বিত হয়ে ওঠে, তবে দেশের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা পরিচালনা আরও বহুগুণ দক্ষ ও কার্যকর হবে।'

## বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা খুনে মূল অভিযুক্তকে ভারতে নিয়ে আসা হল

**চণ্ডীগড়, ১ অক্টোবর:** পঞ্জাবের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা বিকাশ প্রভাকর ওরফে বিকাশ বাগ্গা খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত হরবিন্দর কুমার ওরফে সোনু বার্নালাকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (ইউএই) থেকে ভারতে আনা হল। বৃহস্পতিবার হরবিন্দরকে হেপাজতে নিয়েছে এনআইএ। ২০২৪ সালের ১৬ এপ্রিল পঞ্জাবের রূপনগর জেলার নাঙ্গলে বিকাশকে তাঁর নিজের দোকানে দুই ঘাতক গুলি করে হত্যা করে। তিনি ভিএইচপির নাঙ্গল শাখার সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান থেকে খলিস্তানপন্থী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী 'বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল' (বিকেআই) প্রধান ওয়াধাওয়া সিং ওরফে বব্বর পঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করাব উদ্দেশ্যে ভিএইচপি নেতাকে খুনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তা কার্যকরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন হরবিন্দর।


**THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA**

CITY GIRL 24CT GOLD PLATED JEWELLERY

# R. K. FASHION ACCESSORIES LIMITED

*(Please scan this QR Code to view the Offer Document)*

Our Company was originally incorporated on March 23, 2010 as a Private Limited Company in the name and style of "Satabadi Distributor Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation bearing CIN: U51101WB2010PTC144256 issued by the Registrar of Companies, Kolkata after that Company has changed its name from "Satabadi Distributor Private Limited" to "R.K. Fashion Accessories Private Limited" pursuant to Special Resolution passed by the Shareholders of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on January 31,2011 and a fresh Certificate of Incorporation dated February 9,2011 was issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Later, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed by the Shareholders of our Company at the Extra Ordinary General Meeting held on February 04, 2026 and consequently the name of our Company was changed from "R.K. Fashion Accessories Private Limited" to "R.K. Fashion Accessories Limited" and a fresh Certificate of Incorporation dated March 16, 2026 pursuant to conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre bearing Corporate Identification Number U18109WB2010PLC144256. For details of change in the name of our Company and address of Registered Office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 237 of the Red Herring Prospectus.

**Registered & Corporate Office:** Room No. A-201, 2nd Floor, Bagree Market 71, B. R. B. Basu Road, Kolkata - 700001, West Bengal, India
**Contact Person:** Mr. Ravi Kumar Bahl, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 8282052929; **E-mail:** cs@citygirljewellery.com;
**Website:** www.citygirljewellery.co.in **Corporate. Identity Number:** U18109WB2010PLC144256

**"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON EMERGE PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."**

**OUR PROMOTERS: MR. MD. QASIM, MR. MOHAMMED USMAN, MR. MOHAMMED IMRAN AND MR. MD. AURANGZEB**

**INITIAL PUBLIC OFFERING OF UPTO 42,67,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF R. K. FASHION ACCESSORIES LIMITED ("OUR COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 42,67,200 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") OF WHICH UPTO 2,14,400 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET OFFER OF UPTO 40,52,800 EQUITY SHARES AT AN OFFER PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 27.50 % AND 26.11 %, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

**OFFER PERIOD**
**BID/ISSUE OPENS ON: MONDAY, OCTOBER 05, 2026**
**BID OFFER CLOSES ON: WEDNESDAY, OCTOBER 07, 2026**

**PRICE BAND: ₹ 77 TO ₹ 82 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH**
**THE FLOOR PRICE IS 7.7 TIMES OF FACE VALUE AND CAP PRICE IS 8.2 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES**
**THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR JUNE 30, 2026 (ANNUALIZED BASIS) AT THE FLOOR PRICE IS 47.24 AND AT THE CAP PRICE IS 50.31 TIMES.**
**BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 3,200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER.**

**ADDENDUM AND CORRIGENDUM**

1. Allocation to Non-Institutional Investors on page 78 and 102 of the Red Herring Prospectus shall be read as
a) One-third of the Non-Institutional Portion available for allocation to Non-Institutional Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹ 10 lakhs- Up to 5,36,000 Equity Shares for cash at a price of ₹ [•] per Equity Share aggregating ₹ [•] Lakhs
b) Two-third of the portion available to non- institutional investors shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 10 lakhs- Up to 10,70,400 Equity Shares for cash at a price of ₹ [•] per Equity Share aggregating ₹ [•] Lakhs
2. The ISIN on page 03, 392 and 451 of the Red Herring Prospectus shall be read as "INE2O2Y01016" instead of "INE202Y01016".

**NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM.**

| ORIGINAL SIGNATORIES | | | CURRENT PROMOTERS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name of Promoters | Face Value (Rs.) | No. of Shares | Name of Promoters | Face Value (Rs.) | No. of Shares |
| Sudir Jain | 10 | 5,000 | Mohammed Usman | 10 | 67,63,076 |
| Rohit Agarwal | 10 | 5,000 | MD Qasim | 10 | 44,40,196 |
| | | | MD Aurangzeb | 10 | 1,700 |
| | | | Mohammed Imran | 10 | 1,700 |

**Listing:** The equity shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of NSE ("NSE EMERGE"). Our Company has received an "In-Principle" approval from the NSE for the listing of the Equity Shares to letter dated July 30, 2026. For the purpose of the offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring prospectus has been submitted for registration to the ROC on September 29, 2026 in accordance with Section 26(4) of the Companies Act 2013.
**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"):** Since the offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 376 of the Red Herring Prospectus.
**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Documents. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 379 of the Red Herring Prospectus.
**GENERAL RISK:** Investments in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not any funds in the issue unless they can afford to take risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 38 of the Red Herring Prospectus.

| BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE ISSUE | REGISTRAR TO THE ISSUE | COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER |
|---|---|---|
| Affinity — Your Vision Our Commitment<br>**Affinity Global Capital Market Private Limited**<br>20B, Abdul Hamid Street, East India House, 1st Floor, Room No. 1F, Kolkata – 700069, West Bengal, India<br>**Telephone:** +91 33 4004 7188<br>**E - mail:** compliance@affinityglobal.in<br>**Investor Grievance ID:** investor@affinityglobalcap.in<br>**Website:** www.affinityglobalcap.in<br>**Contact Person:** Ms. Shruti Bhalotia/ Mr Anandarup Ghoshal<br>**SEBI Registration Number:** INM000012838 | CAMEO<br>**Cameo Corporate Services Limited**<br>Subramanian Building" 1 Club House Road, Chennai- 600 002<br>**Tel:** +91 40 6716 2222<br>**E-mail**: priya@cameoindia.com<br>**Investor Grievance e-mail:** investor@cameoindia.com<br>**Website:** www.cameoindia.com<br>**Contact Person:** Mrs. K. Sreepriya<br>**SEBI Registration No.:** INR000003753 | CITY GIRL 24CT GOLD PLATED JEWELLERY<br>**Mr. Ravi Kumar Bahl**<br>**Company Secretary & Compliance Officer**<br>**R. K. Fashion Accessories Limited**<br>Room No. A-201, 2nd Floor, Bagree Market 71, B. R. B. Basu Road, Kolkata - 700001, West Bengal, India<br>**Tel:** +91 8282052929<br>**Email:** cs@citygirljewellery.com<br><br>Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc |

**AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS:** Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.citygirljewellery.co.in, the website of the BRLM to the Issue at: https://www.affinityglobalcap.in/, the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents, respectively.
**AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS:** Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Room No. A-201, 2nd Floor, Bagree Market 71, B. R. B. Basu Road, Kolkata - 700001, West Bengal, India and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.
**APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA):** All investors in this issue have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the offer proceeds and how to apply please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter "Offer Procedure" beginning on page 407 of the Red Herring Prospectus.
**BANKER TO THE OFFER:** Kotak Mahindra Bank Limited
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

**For R. K. Fashion Accessories Limited**
**Sd/-**
**Md. Qasim**
**Managing Director**
**DIN: 01502252**

**Date: October 01, 2026**
**Place: Kolkata, West Bengal**

**DISCLAIMER:** R. K. FASHION ACCESSORIES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager to the Offer at www.affinityglobalcap.in, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company www.citygirljewellery.co.in Any potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the Section titled "Risk Factors" beginning on Page No. 38 of the Red Herring Prospectus.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended ("The Securities Act") or any state securities law in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transaction' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.


Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

# খবরের কাগজ দিয়ে ‘কোলাজ’ মণ্ডপ বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবে

**শুভাশিস বিশ্বাস**

শারদোৎসবের দিনগোনা শুরু হতেই মহানগরীজুড়ে দেবী দুর্গার আবাহনে নতুন রঙের ছোঁয়া। দীর্ঘ ঐতিহ্য বহনকারী বাগুইআটির রেল পুকুর রোডের দেশবন্ধু নগর সংলগ্ন ‘বাগুইআটি রেলওয়ে পুকুর ইউনাইটেড ক্লাব’ প্রতি বছরই তাদের ভাবনায় দর্শনার্থীদের জন্য তুলে ধরে অভিনব কোনও বার্তা। ডিজিটাল যুগে ফিকে হতে বসা খবরের কাগজের হরফ আর শৈশবের স্মৃতিকেই এবার মণ্ডপসজ্জার মূল হাতিয়ার করেছে তারা। ৭৫ ছুঁইছুঁই ক্লাবটি তাদের ৭৩তম বর্ষে পদার্পণ করে বেছে নিয়েছে এক বিশেষ ভাবনা; ‘কোলাজ’। যার মধ্যে দিয়ে সমাজের নানা ভিন্নতার রঙ ও খণ্ডচিত্রকে এক সুতোয় গাঁথাই তাঁদের লক্ষ্য।

শিল্পী সোমনাথ তামলির মূল ভাবনায় ও নিখুঁত কারুকাজে এবার সেজে উঠছে এই মণ্ডপ। এবছর মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহৃত হচ্ছে কয়েক হাজার কেজি পুনঃব্যবহারযোগ্য অর্থাত রিসাইকেল্ড পুরনো খবরের কাগজ। গত ১১ আগস্ট খুঁটি পুজোর পর থেকেই এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে জমা করা শুরু হয়েছিল কেজি কেজি পুরনো খবরের কাগজ। সেই সমস্ত পুরনো কাগজ, ছাপা হরফ, সাদাকালো ছবি আর কাগজের বুনোট ব্যবহার করেই তৈরি হচ্ছে এক অন্য স্বাদের প্রতিমা ও শৈল্পিক পরিবেশ।

‘কোলাজ’ থিমের নেপথ্যে রয়েছে পুরাণ বর্ণিত দেবী দুর্গার সৃষ্টির গভীর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক তাৎপর্য। প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, মহিষাসুর বধের জন্য একক কোনো শক্তির পর্যাপ্ততা ছিল না। তাই ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, অগ্নি, যম, কুবের এবং সূর্যের মতো দেবতারা তাঁদের নিজস্ব তেজ ও অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। এই সকল স্বতন্ত্র শক্তির পুঞ্জীভূত রূপই হলেন দেবী দুর্গা। মণ্ডপজুড়ে এই পৌরাণিক ঘটনাটিকে তুলে ধরা হয়েছে একতা ও সম্মিলিত শক্তির প্রতীক হিসেবে। ছোট ছোট টুকরো কীভাবে একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ এবং অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হয়;সেটাই এই থিমের মূল বার্তা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শুধু পৌরাণিক কাহিনীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি মণ্ডপের ভাবনা। মণ্ডপ অভ্যন্তরে সমান গুরুত্বে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি ও সামাজিক রূপান্তরের কাণ্ডারীরা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যজিৎ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান ব্যক্তিত্বদের অবদান ও আদর্শকে একত্রিত করে তুলে ধরা হয়েছে অপর এক ‘কোলাজ’-এ। কারণ, তাঁদের ভাবনা ও ত্যাগের উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে আমাদের আজকের সমাজ।

শুধু তাই নয়, বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও পুরনো স্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে মণ্ডপে তৈরি করা হয়েছে বেশ কিছু বিশেষ দৃশ্য। সাইকেলে করে ভোরে বাড়ি বাড়ি পেপার দেওয়া, ছাপাখানা থেকে থোকে থোকে কাগজ নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য রূপায়িত করা হয়েছে শিল্পকর্মের মাধ্যমে। ডিজিটাল মাধ্যমে নিমেষে খবর পৌঁছে যাওয়ার এই যুগে, সকালের চা-এর কাপে খবরের কাগজের গন্ধ যে আবেগ তৈরি করত, সেই নস্টালজিয়াকেই উসকে দিচ্ছে এই প্রয়াস।

এই অভিনব আয়োজন সম্পর্কে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের সম্পাদক স্নেহাশিস দেবনাথ জানান, ‘আমাদের পুজো ৭৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছর ‘কোলাজ’ থিমের মাধ্যমে আমরা আমাদের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি এবং সম্মিলিত স্মৃতির ছোট ছোট টুকরোকে একসঙ্গে বেঁধে একটি বড় চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছি। যেমন বিভিন্ন দেবতার তেজে দেবী দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল, ঠিক তেমনই প্রতিটি মানুষের ছোট ছোট অবদান একত্রিত হয়ে এক একটি বড় পরিবর্তন আনে। হাজার হাজার কেজি খবরের কাগজ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পাঠাভ্যাস ও সংবাদপত্র পাঠের সেই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকেও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং একত্রিত হওয়ার শক্তিই আমাদের এবারের প্রধান বার্তা।’ পুজো কমিটির সদস্য গৌরব বিশ্বাস তাঁদের থিম সম্পর্কে জানান, ‘দেবী দুর্গা যেমন সর্বশক্তির মিলনক্ষেত্র, তেমনই সমাজের ছোট ছোট একক ও মানুষের অবদান একসঙ্গে মিলে যে বড় কিছু তৈরি হতে পারে, তা-ই আমাদের এই ‘কোলাজ’। মায়ের পৌরাণিক রূপের সঙ্গে শিল্প ও সামাজিক স্মৃতির এই মেলবন্ধন এবার দর্শনার্থীদের এক আলাদা অনুভূতি দেবে।’

একইসঙ্গে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এ আশাও করছেন, শারদোৎসবে শিল্প, পৌরাণিক ঐতিহ্য ও নস্টালজিয়ার এই বিরল মেলবন্ধন দেখতে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় হবে মণ্ডপে।

## আসছে মা...

চলছে প্রস্তুতি

কবিরাজ বাগান

ছবি: অদিতি সাহা

**EKDIN Puja Registration Form**

*(Please fill the form in Capital Letter)*

1. Name of Puja Committee & Address:.......................................................................................

.......................................................................................................................

2. Name of the President: ................................................ Mobile: ..............................

3. Name of the Secretary: ................................................ Mobile: ..............................

4. Name of the Other Contact Persons: .................................... Mobile:..............................

5. (a) Puja: Theme or Traditional  (Tick one) :

   (b) Puja theme & Artist: .............................................................................

6. Puja Budget: .......................................................................................

7. Any Social activities done between last One Year:......................................................

**Terms & Conditions:** *(i) All Judgments will be selected by online system. (ii) Puja Committee should display Banner (8ft x 4ft) in prominent position in puja pandels. (iii) After 100 puja selection committee We will add one person’s mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja theme. (iv) Only Kolkata & Salt Lake Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (v) Last date of submission of application is 08/10/2026. (vi) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (vii) The event officials’ decisions must be granted.*

**We agree to abide by the terms & Conditions.**

Date & Place:

Signature on behalf of Puja Committee with Seal

**Form Submission Centre:** ‘PHOENIX’, 6/16A, Podder Nagar, Kol-700068, Near South City Mall. ‘EKDIN’ 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata-700001 || CONTACT: 8697722990  8420444073

# পুজোর আগে ইছামতীর টানে চলুন টাকি
## রাজবাড়ি-নৌকাভ্রমণে জমবে একদিনের ছুটি

ভ্রমণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে যেতে চান? অথচ খুব বেশি সময় বা টাকা খরচ করতে চান না? তা হলে পুজোর আগে টাকি হতে পারে একেবারে জমজমাট ঠিকানা। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। আর সেখানে পৌঁছেই মনে হবে, শহরটা যেন অনেক দূরে ফেলে এসেছেন। সামনে শান্ত ইছামতী। নদীর ওপারে বাংলাদেশ। এ পারে পুরনো রাজবাড়ি, মন্দির, গাছপালা আর ছোট্ট শহরের ধীর জীবন। টাকির ইতিহাসও বেশ পুরনো। প্রায় ৪০০ বছরের ঐতিহ্যের ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে এই জনপদে। পুজোর ভিড় শুরু হওয়ার আগেই সকালে বেরিয়ে পড়ুন। শিয়ালদহ থেকে হাসনাবাদগামী লোকাল ট্রেনে উঠুন। প্রায় ২ ঘণ্টায় টাকি রোড স্টেশন। সেখান থেকে টোটো বা ভ্যানরিকশায় মিনিট দশেকের পথ। সরাসরি টাকির নদীর পাড়ে পৌঁছে যাবেন। গাড়িতে গেলে কলকাতা থেকে বসিরহাট হয়ে প্রায় ৭০-৮০ কিলোমিটার পথ। সময় লাগতে পারে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা। টাকিতে পৌঁছে প্রথমেই চলে যান ইছামতীর পাড়ে। নদীর হাওয়া আর খোলা আকাশেই ভ্রমণের আসল মজা। নৌকায় উঠলে অভিজ্ঞতা আরও অন্যরকম। মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে এক দিকে ভারতের তীর, অন্য দিকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড দেখা যায়। সূর্য ডোবার সময় নদীর জল যখন লালচে আলোয় ঝিলমিল করে, তখন টাকির সৌন্দর্য যেন বদলে যায়। মাথাপিছু নৌকাভ্রমণের খরচ সাধারণত প্রায় ৫০ থেকে ১০০ টাকা হতে পারে। পুরো নৌকা নিলে খরচ প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা বা তার বেশি হতে পারে। দরদাম ও মরশুম অনুযায়ী ভাড়া বদলাতে পারে। নদীর পাড় থেকে ঘুরে দেখুন টাকি রাজবাড়ি। পুরনো ইটের দেওয়াল, খিলান আর জমিদারি আমলের স্থাপত্য আজও অতীতের গল্প বলে। একসময় এই অঞ্চলে জমিদারদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সেই সময়ের অনেক বাড়ি এখন জীর্ণ। তবু তাদের দেওয়াল, উঠোন আর মন্দিরে ইতিহাসের ছাপ স্পষ্ট। এর পর যেতে পারেন কুলেশ্বরী কালীবাড়ি, জোড়া মন্দির এবং গোলপাতার জঙ্গলে। গোলপাতার জঙ্গলকে স্থানীয় ভাবে ছোট সুন্দরবনও বলা হয়। সবুজের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে অন্য রকম শান্তি পাবেন। পুজোর আগে প্রকৃতির এই রূপ বেশ মন টানবে।

সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসুন নদীর পাড়ে। বেঞ্চে বসে চা খান। সঙ্গে গরম মালপোয়া বা ফুচকা হলে তো কথাই নেই। টাকির খাবারের মধ্যে ইলিশও জনপ্রিয়। মরশুম মিললে সর্ষে ইলিশের স্বাদ নিতে পারেন। স্থানীয় বাজার ঘুরে ছোটখাটো জিনিসও কেনা যায়। একদিনে ঘুরে ফিরতে পারেন। তবে রাত কাটালে টাকিকে আরও ভালো ভাবে অনুভব করা যায়। নদীর ধারে থাকার জন্য টাকি রিভার ভিউ গেস্ট হাউস-এর মতো থাকার জায়গা রয়েছে। নদীমুখী ঘরের ভাড়া প্রায় ১,৮০০ থেকে ২,০০০ টাকা থেকে শুরু হতে পারে। কম খরচে থাকতে চাইলে সুহাসিনী অতিথিশালায় ঘর প্রায় ৯৯৯ টাকা থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। দু’জনের এক রাতের সাধারণ ভ্রমণে যাতায়াত, থাকা, খাওয়া আর নৌকাভ্রমণ মিলিয়ে মাথাপিছু প্রায় ১,৮০০ থেকে ৩,০০০ টাকা ধরে রাখতে পারেন। পুজোর আগে বা ছুটির দিনে ভাড়া বাড়তে পারে। তাই ঘর আগে থেকে বুক করাই ভালো। টাকি আসলে শুধু বেড়ানোর জায়গা নয়। এটি নদী, সীমান্ত, ইতিহাস আর বাংলার পুরনো সংস্কৃতির একসঙ্গে দেখা পাওয়ার জায়গা। পুজোর আগে একদিনের ছুটিতে তাই টাকির পথে বেরিয়ে পড়লে মনটা বেশ হালকা হয়ে ফিরবে।